KHANI খানি
FOOD SECURITY NETWORK
BANGLADESH

কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী
KKM
কৃষকের অধিকার আদায়ের মোর্চা

actionaid

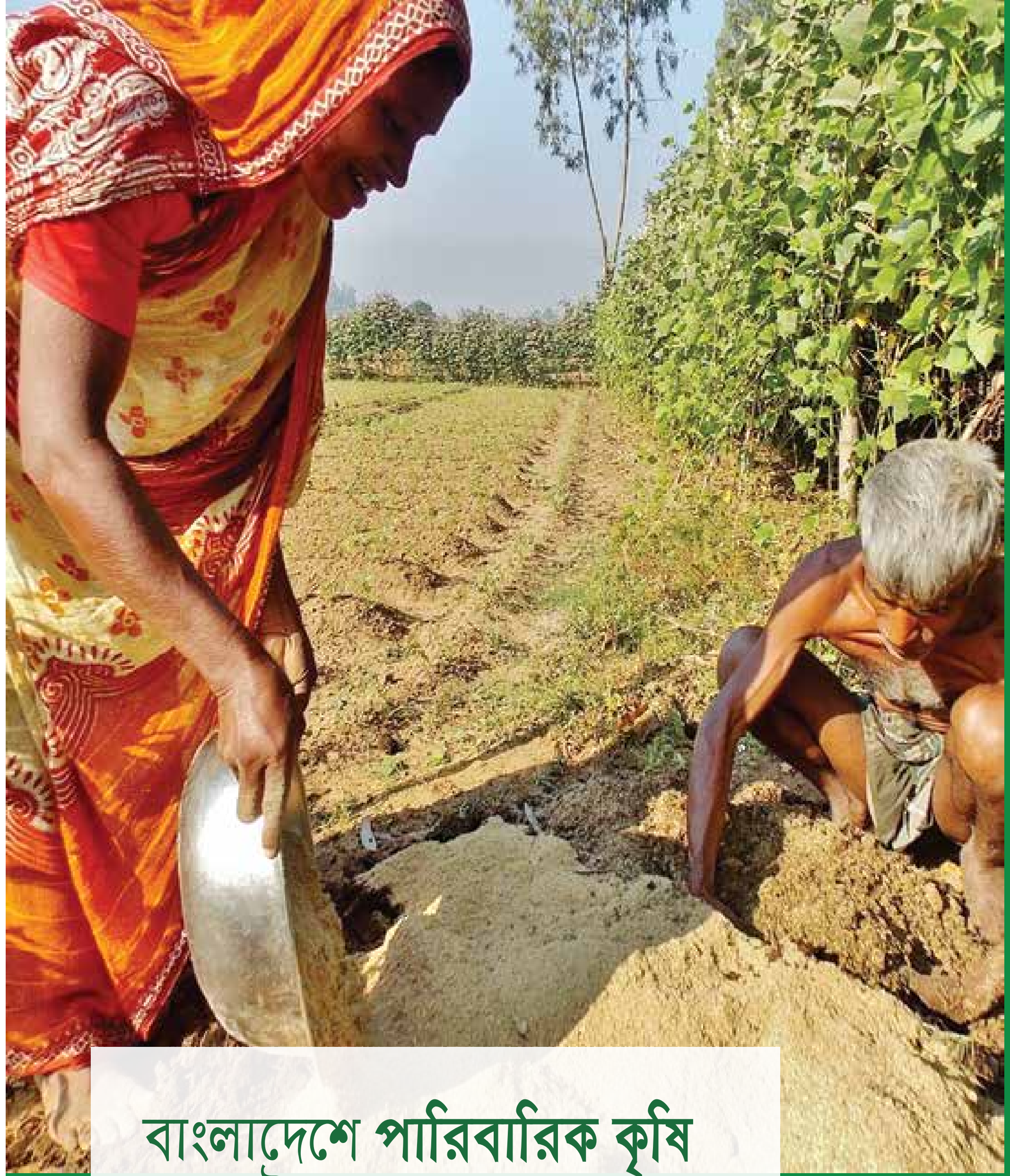

বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি সংকট ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষির চর্চা, সংকট ও সম্ভাবনা বিষয়ক অনুসন্ধান প্রতিবেদন

বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি
সংকট ও সম্ভাবনা

KHANI খানি
FOOD SECURITY NETWORK
BANGLADESH

কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী
KKM
কৃষকের অধিকার আদায়ের মোর্চা

actionaid

বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি : সংকট ও সম্ভাবনা

গবেষণা
পাভেল পার্থ
নুরুল আলম মাসুদ

প্রকাশক
খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি)

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৮

যোগাযোগ
বাড়ি # ৭১৫, সড়ক # ১০, আদাবর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।
ফোন : ০১৯১৯ ২৩১ ৭২২
ইমেইল : khanibangladesh@gmail.com

প্রচ্ছদের ছবি
অমিত দে

সহায়তা
একশানএইড বাংলাদেশ

মুদ্রণ
রেডলাইন

এই প্রকাশনাটি সৃজনী সাধারণ অবাণিজ্যিক লাইসেন্সের আওতায় নিবন্ধিত। অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রকাশনাটি যে কোন মাধ্যমে ব্যবহার, সংরক্ষণ ও প্রচার করা যাবে। সূত্র উল্লেখ করার অনুরোধ রইলো।

প্রাককথন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং জীবনীশক্তি। দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন এবং তারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে বাংলাদেশের এখনো শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ গ্রামীণ মানুষের আয়ের উৎস কৃষি। অর্থনীতিতে তিনটি বৃহৎ খাতের মধ্যে কৃষির অবদান এখন তৃতীয়। দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামীণ পরিবার কৃষি ও অকৃষিজ উভয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল। এফএও বলছে, বৈশ্বিক খাদ্য চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশ আসে পারিবারিক কৃষি থেকে। আর দুনিয়ার তাবৎ কৃষিখামারের প্রায় ৯০ শতাংশই পরিচালিত হয় পারিবারিক ভাবে। আমাদের দেশেও খাদ্য চাহিদার একটা বিশাল অংশের যোগান মূলত-পারিবারিক কৃষি থেকেই আসে।

জাতিসংঘ ২০১৪ সনকে আন্তর্জাতিক পারিবারিক কৃষিবর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, ও ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে পারিবারিক কৃষির ভূমিকাকে জনসম্মুখে তুলে ধরতে পারিবারিক কৃষি দশক (২০১৯-২০২৮) সম্পর্কিত ঘোষণা দেয়া হয়। আশা করা যায়, 'পারিবারিক কৃষি দশক' টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের উদ্দেশ্য গৃহীত ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি নারী, আদিবাসী, প্রাণিসম্পদ পালনকারী, মৎস চাষীসহ সামগ্রিক কৃষিপ্রক্রিয়ায় জড়িত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আয় ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশে দেশে পারিবারিক কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন তৈরিএবং পল্লী অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি), কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী পারিবারিক কৃষি দশকের শুরুতে পারিবারিক কৃষির সংজ্ঞায়ন বিতর্ক, ধরণ, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে জারি থাকা বৈশ্বিক আলাপের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির বর্তমান অবস্থা ও এর শক্তি সম্ভবনাকে বোঝার জন্য 'বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি চর্চা, সংকট ও সম্ভাবনা' অনুসন্ধানে উদ্যোগ নিই। কৃতজ্ঞতা একশানএইড বাংলাদেশ-এর প্রতি এই সমীক্ষাটিতে আমাদের সহায়তা করার জন্য। আশা করি, এই প্রাথমিক আলাপের মধ্যদিয়ে আমরা বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির আপন চেহারাকে বুঝতে পারা এবং আগামি সময়ের জন্য কর্মকৌশল নির্মাণ করতে পারবো।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী ৫৯.৮৪ ভাগ এবং শহরের ১০.৮১ ভাগ মানুষের কৃষিখামার রয়েছে। দেশের কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কর্মকান্ডের মধ্যে ধান, পাট, তুলা, আখ, ফুল ও রেশমগুটির চাষসহ বাগান সম্প্রসারণ, মাছ চাষ, সব্জি, পশুসম্পদ উন্নয়ন, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, বীজ উন্নয়ন ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত। কিন্তু, কৃষিক্ষেত্রে দিন দিন রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা ও জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ কমছে। কয়েক বছর আগে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৯.১ শতাংশ। কিন্তু, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কমে দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩ শতাংশে। রাষ্ট্র কৃষিকে খাদ্য উৎপাদনের মূলখাত হিসেবে দেখে। ২০১৩ সনের ভেতর সকলের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার 'ভিশন ২০২১' গ্রহণ করে। কৃষি কেবলমাত্র এককভাবে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নয়; দেশের মানুষের আয় এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করণের পাশাপাশি প্রতিটি বাস্তুসংস্থানের অপরাপর জীবিত প্রাণসত্তার বেঁচে থাকাকে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে সমতলের কৃষি কী পাহাড়ি এলাকার জুমচাষ এক পারিবারিক নির্মাণ, কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এ দেশের কৃষিধারা মূলত গ্রামজনপদের পরিবারনির্ভর। এক একটি গ্রামে, এক একটি জনপদে এখানে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিধারা রয়েছে। কৃষিজমির ধরণ ও স্থানীয় বাস্তুসংস্থান, গ্রামীণ জীবন, শস্যফসলের বৈচিত্র্য, জনসংস্কৃতি সর্বকিছু মিলেই আমাদের নানাঅঞ্চলের নানাধারার কৃষি। আর বৈচিত্র্যময় কৃষিজীবনের সম্ভার নিয়েই দেশের কৃষিজগত। কিন্তু, দেশজুড়ে গ্রামীণ কৃষকবর্গের জীবনে এক প্রশ্নহীন পরিবর্তন ঘটে চলেছে। গ্রামীণ জীবনের পারিবারিক কৃষিঐতিহ্য নিদারুণভাবে বদলে যাচ্ছে। গ্রামীণ যৌথপরিবারগুলো দেশের যৌথকৃষিজমির মতোই ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। নানাবিধ সামাজিক সংকট যেমন পাড়ি দিতে হচ্ছে এক একটি পরিবারকে ঠিক তেমনি ভাবে দেশের কৃষিজগতকেও পাড়ি দিতে হচ্ছে নানামুখী সংঘাত। পরিবারের মা, বাবা, সন্তান, দাদা, নানী, ঠাকুরমা, আচ্চু, আম্বি, আত্মীয় পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলে মিলেই আমাদের অঞ্চলে গড়ে ওঠেছে পারিবারিক কৃষির বৈচিত্র্যময় ব্যাঞ্জনা। পরিবারের সকলে মিলেই পারিবারিক কৃষির পাটাতন। এখানে জমি, জল, হাওয়া, রোদ, অণুজীব, বীজ, প্রাণিসম্পদ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি এক একটি পরিবারের সকল সদস্যও নানামুখী দায়িত্ব ও দক্ষতার জায়গা থেকে সমান গুরুত্ব রাখে। কিন্তু কৃষিকে পারিবারিক কৃষির বাইরে থেকে কেবলমাত্র কিছু ব্যক্তি পুরুষের বাণিজ্যিক চুক্তিবদ্ধ ফসল উৎপাদন হিসেবে দেখা হলে কৃষির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও এর প্রাণবন্ত বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আর এখানটাতেই পারিবারিক কৃষির বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্য, যা কেবল কোনো একটি গ্রামজনপদ বা দেশকে নয়, আমাদের মাতৃদুনিয়াকে বেঁচেবর্তে থাকার রসদ জোগায়।

২০১১ সনে জাতিসংঘের ৬৬তম সাধারণ অধিবেশনে ২০১৪ সনকে আন্তর্জাতিক পারিবারিক কৃষিবর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সনের ২০ জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম সভায় বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, ও ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে পারিবারিক কৃষির ভূমিকাকে জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে পারিবারিক কৃষি দশক (২০১৯-২০২৮) সম্পর্কিত ঘোষণা দেয় এবং পারিবারিক কৃষিকে বৈশ্বিক কৃষিচর্চার এক অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। এ সময়টাতেই পারিবারিক কৃষি বিষয়ে বৈশ্বিক আলাপ বিদ্যায়তনিক স্তর থেকে নাগরিক সমাজে আবারো একটা 'নতুন' উৎসাহ তৈরি করে।

পারিবারিক কৃষি দশকের শুরুতে কৃষির সামগ্রিক ডিসকোর্সকে বোঝার ক্ষেত্রে পারিবারিক কৃষির একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, স্থানীয় তর্ক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পরিসর এবং এর সাথে জড়িত সকল বৈশ্বিক দরবার ও কর্পোরেশনকে এক কাতারে ফেলে আলাপগুলো প্রসারিত করা জরুরি। চলতি অনুসন্ধানটি মূলত বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের পারিবারিক কৃষি নিয়ে এক ধরণের প্রাথমিক সারির আলাপ। এখানে পারিবারিক কৃষির সংজ্ঞায়ন বিতর্ক, ধরণ, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে জারি থাকা কিছু বৈশ্বিক আলাপের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির বর্তমান অবস্থা ও এর শক্তি সম্ভবনাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কাজের মূল লক্ষ্য বৈশ্বিক পারিবারিক কৃষি পরিসরের ভেতর থেকে বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির আপন চেহারাকে বুঝতে পারা এবং এর নিজস্ব লড়াইকে কৃষির সামগ্রিক বয়ানের পাটাতনে হাজির করার প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র।

বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির চলমান রূপ বোঝার তাগিদে বাংলাদেশের বরিশাল, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, রাজশাহী, কুমিল্লা, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ' ১১টি জেলার ১৪টি উপজেলার ৪৪টি ইউনিয়নের ৮৬টি গ্রাম থেকে পারিবারিক কৃষির চলমানচিত্রটি বোঝার খাতিরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৮৬টি গ্রামের কৃষিপরিবারের ভেতর থেকে মোট ৮৯৯ জন সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। (এর ভেতর নারী ১৮৪ জন এবং পুরুষ ৭১৫ জন)। দৈব নমুনায়ন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয়েছে। স্তরীভূত এই নমুনাকে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কৃষিচর্চার ধরণ, পেশাবৈচিত্র্য, লিঙ্গাবৈচিত্র্য এবং অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসকে বিবেচনা করা হয়েছে।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ভেতর অধিকাংশরাই মানে ৭৪৬ জনই মনে করেন কৃষি একটি সামগ্রিকভাবে পারিবারিক কাজ এবং ৯১ জন মনে করেন এটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজের সমন্বয়। কেবলমাত্র ৬২ জন মনে করেন কৃষিকাজ একটি ব্যক্তিগত কাজ। ৮৯৯ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৪৬ জনের পেশা রয়েছে এবং এদের মধ্যে ৬১৫ জনের (৬৮.৬১%) প্রাথমিক পেশা কৃষিকাজ। অন্যদিকে ২৫৩ জনের দ্বিতীয় একটি পেশা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ১১৫ জন (৪৫.৪৫%) দ্বিতীয় পেশা হিসেবে কৃষিকাজ করেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রথম পেশা ও দ্বিতীয় পেশা একত্র করলে দেয়া যায় মোট ৮২১ জন কোনো না কোনো ভাবে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত (মাছচাষ, গরুপালন, হাঁসেরখামার, পোল্ট্রিখামার, কবুতরপালন, ফলদ বাগানসহ)। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই কৃষিকাজের যুক্ত থাকলেও সকলের কৃষিতে যুক্ততার ইতিহাস একরকম নয়। এর মধ্যে ৬০২ জন বংশানুক্রমে কৃষিতে এসেছেন। প্রম বা দ্বিতীয় পেশা হিসেবে কৃষিকাজ করছেন এমন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৭৮ (৬৫.৪৮ শতাংশ) জন নানা সময় অন্য পেশায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু ২৫২ জন (৩৪.৫১ শতাংশ) কখনো অন্য কোন পেশায় যাওয়ার চেষ্টা করেননি। সমীক্ষা অঞ্চলের মানুষেরা কৃষিকে তাদের বেঁচে থাকার মূল রসদ হিসেবে দেখেন। শত বঞ্চনা ও ঝঞ্ঝাকে সামাল দিয়ে তারা প্রাণের কৃষিকে আগলে বাঁচতে চান। অংশগ্রহণকারীদের ভেতর ৪৮১ জন (৬৫.৮৯%) বলেছেন যদি অন্য কোন ভালো কাজ পান তাহলেও তারা কৃষিকাজ চালিয়ে যাবেন।

বাংলাদেশে কৃষির উৎকর্ষের বিষয়ে অনেকেই সমন্বিত কৃষির কথা বলেন। বাংলাদেশের টেকসই কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশেষজ্ঞরা সবসময় প্রয়োজনীয় নীতিগ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষিনীতিসমূহ পারিবারিক কৃষিধারাকে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেয়নি। জাতীয় কৃষিনীতি ১৯৯৯, জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩ এবং সর্বশেষ জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় পারিবারিক কৃষি নয়, বরং বাংলাদেশ কৃষিতে একজন ব্যক্তি কৃষকের অবদান ও সক্ষমতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখে। জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ এর ৩.৩.৮ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, '...প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণার জন্য চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত কৃষিজমি জনবসতির জন্য ব্যবহারকে নিরুৎসাহিতকরণ এবং বিকল্প হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ/গুচ্ছগ্রাম/গ্রোথসেন্টার ইত্যাদিকে উৎসাহিতকরণ।' তার মানে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, রাষ্ট্র পারিবারিক কৃষির একটি পন্থা হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামারের মতো প্রকল্পকে দেখে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে পারিবারিক কৃষি তাদের ঐতিহাসিক জীবনধারা- কোনো বিশেষ প্রকল্প নয়।

পারিবারিক কৃষিধারার কৌশল ও পন্থাগুলোকে না বদলালে তা বহুজাতিক বাজার ও কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণকে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে পারবে না এবং এ জন্য জরুরি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক পারিবারিক কৃষির ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই

কৃষিধারাকে মজবুত করতে এখনো কোনো রাষ্ট্রীয় বিবেচনা তৈরি হয়নি। এ জন্য প্রয়োজন পারিবারিক কৃষিবান্ধব নীতিমালা এবং রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা। প্রয়োজন, দেশের পারিবারিক কৃষিধারার চলমান স্বরূপকে বোঝা এবং এর সংকটকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে এর টিকে থাকার শক্তি থেকে পারিবারিক কৃষি বিকাশের সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পারিবারিক কৃষিধারাই পারে চলমান নানামুখী সংকট থেকে আমাদের মনোসামাজিক, শারিরীক, প্রতিবেশীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষা দিতে। তাই, পারিবারিক কৃষির বিকাশে আমাদের সকলের মানবিক সক্রিয়তা জরুরি।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ জনগণ পারিবারিক কৃষির বিকাশে উপযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ, কৃষিবীমা, শস্যবীমা, বীজ ও উপকরণ ব্যবহারের ফলে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ, সরকারিভাবে এবং সফলভিত্তিক কৃষিঋণ, জামানতবিহীন ঋণ, গৃহস্থালীয় বাগান ও চাষাবাদে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা, তরুণদের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষণ ও উৎসাহমূলক প্রচারণার প্রস্তাব করেছেন। পারিবারিক কৃষির সামগ্রিক বিকাশে মোটাদাগে দশটি প্রধান প্রস্তাব/দাবি/সুপারিশ রাখা হয়েছে।

১. পারিবারিক কৃষির বিকাশে উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে;
২. কৃষিজমি সুরক্ষা ও কৃষিজমিতে কৃষকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
৩. কৃষিতে পরিবারের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ নিতে হবে;
৪. কৃষিপ্রতিবেশ সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে;
৫. পারিবারিক কৃষির ভীতকে মজবুত করতে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে হবে;
৬. পারিবারিক ভবিষ্যতযাত্রায় যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
৭. সমাজের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা-ভৌগলিক অবস্থানসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
৮. জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় পারিবারিক কৃষকের পক্ষে সহযোগিতা বাড়াতে হবে;
৯. পারিবারিক কৃষির স্থায়িত্বশীল বিকাশে গ্রামীণ কৃষকের সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে; ও
১০. সমন্বিত উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে গ্রামীণ কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়ন জোরদার করতে হবে।

বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষি: সংকট ও সম্ভাবনা

তখনো সন্ধ্যা নামেনি!
সুন্দরবনলাগোয়া মুন্সিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে রাজ্যের ভিড়। বাঁশের ঝুড়ি, কোদাল, কাস্তে আর কাপড়ের পুটুলি নিয়ে নানাবয়েসী পুরুষ বাসের অপেক্ষা করছেন। কিশোর থেকে মধ্যবয়সী- কী প্রবীণ। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছতে হবে শ্যামনগর। ওখান থেকেই বাস যাবে ঢাকা। ঢাকা থেকে আবার বাসে তারা যাবে নানা জায়গায়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এদের সকলের গন্তব্যই ইটভাটা। গ্রামে কাজ না পেয়ে এভাবেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পুরুষেরা ছুটছে ইটভাটায়। এদের সকলেরই পেছনে পড়ে আছে এক সমৃদ্ধ কৃষিজীবনের স্মৃতি। দেশজুড়ে গ্রাম পতনের নিদারুণ যন্ত্রণায় এভাবেই গ্রামীণ কৃষি পরিবারগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে উৎপাদন সম্পর্কের কারিগরি, পাল্টে যাচ্ছে গ্রামীণ পারিবারিক কৃষিধারা। কিন্তু কেন মানুষ পারিবারিক কৃষিজীবন থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আজ নিরুদ্দেশ হচ্ছে ইটভাটায়? এ নিয়ে পার্থের (২০১১) এক লেখা থেকে জানা যায়,

"... সুন্দরবনের কোলঘেঁষে শ্যামনগরের দাঁতিনাখালী হুলোতে জন্ম নীলকান্ড মুন্ডার। রাজার আমলে জংলা সাফ করে মুন্ডারা যেসব দলিলহীন বসতজমিন তৈরি করেছেন তা 'হাতকাটালি ভূসম্পত্তি' নামেই পরিচিত। ১৯৭৮ সালে প্রভাবশালী বাঙালিরা মুন্ডাদের হাতকাটালি বংশজমি দখল করলে তারা উদ্বাস্তু হয়ে নদী পেড়িয়ে গাবুরা গ্রামে চলে যান। গাবুরা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে নীলকান্ডের পরিবার আবার আসেন দাঁতিনাখালী, সেখান থেকে ২০০১ সালে আবার পানখালী। ২০১০ সালে আইলার পর ঘরজমিন সব হারিয়ে তারা আশ্রয় নেন বুড়িগোয়ালিনী সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্প ব্যারাকে। চৌদ্দ হাজার টাকায় ছয় মাসের জন্য বিক্রি হয়ে পঞ্চাশোর্ধ নীলকান্ড মুন্ডা গত ১৯ অক্টোবর ২০১১ তারিখে বরিশালের এক ইটভাটায় চলে গেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরপর শ্যামনগরের নওয়াবেকী, মুন্সীগঞ্জ আর সাতক্ষীরা বাস টার্মিনাল থেকে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষের মিছিল নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের ইটভাটায়। আইলা-পরবর্তী সময়ে শ্যামনগরের গ্রামীণ পুরুষের জীবনে প্রশ্নহীন গন্তব্য হয়েছে শহরের ইটভাটা। সাতক্ষীরার গ্রামীণ পুরুষের সাম্প্রতিক এই ইটভাটায় নিরুদ্দেশেরও আছে এক রক্তক্ষয়ী আখ্যান। আর শুনতে গা রিরি করে ওঠলেও মানুষের এই অন্যায় স্থানান্তরের সাথে জড়িয়ে আছে মাছেরই ইতিহাস, বাণিজ্যিক চিংড়িঘেরের প্রশ্নহীন আঘাত। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ১ হাজার ৫৫৬ কিলোমিটার প্রশ্নহীন এক উপকূলীয় বাঁধ তৈরি করে নদীগুলিকে আলাদা করা হয়। শুরু হয় স্থায়ী জলাবদ্ধতা। আশির দশকে উপকূলীয় এলাকায় লবণপানি আটকে শুরু হয় বাণিজ্যিক চিংড়ি ঘের। শুরু হয় কৃষি থেকে উদ্বাস্তু মানুষের দিনমজুরির জীবন। ১৯৯৪ সালে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রশ্নহীন কায়দায় উপকূলীয় অঞ্চলকে চিংড়ি ঘেরের জন্য অবমুক্ত ঘোষণা করা হয়। গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে কৃষি থেকে জোর করে বাণিজ্যিক চিংড়ি উৎপাদনের দিকে ঠেলে দেয়ায় স্থানীয় কৃষিনির্ভর মানুষ হারায় কৃষিকাজের অধিকার। হারিয়ে যায় জল-জলা-জঙ্গাল আর জমিনের অধিকার। কৃষি জমিনে জমি চষা, ধান রোপণ, আগাছা নিড়ানি, ধান কাটা, ধান মাড়াইয়ের নানান পর্যায়ে দরকার হয় কৃষি মজুর। চিংড়ি ঘের হওয়াতে কৃষি মজুরদের কৃষিজীবিকা দুম করে উধাও হয়ে যায়। সিডর ও আইলাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ জলবায়ু বিপর্যয়ের অভিঘাত সমূহ এ অঞ্চলে পড়ছে ঠিকই কিন্তু বাণিজ্যিক চিংড়ি ঘের কি রাসায়নিক কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রভাবশালীদের একক নিয়ন্ত্রণ ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন অবকাঠামোর বিষয়গুলোও এ অঞ্চলের সাম্প্রতিক গ্রামীণ জনগণের ইটভাটায় স্থানান্তরের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।"[১]

সুন্দরবন থেকে এবার আসা যাক টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবনে। শালবনের ভেতর এক ছোট্ট গ্রাম চুনিয়া। চুনিয়া গ্রামের নলজ মৃ ও সারিনাথ মারাকের পরিবারের ছিল সমৃদ্ধ বাইদ ও চালা জমি। তাদের কন্যা অনিতা মৃর সাথে বিয়ে হয় ওয়ানচিমনি নকরকে ও অতিন্দ্র মৃর ছেলে জনিক নকরেকের। বিয়ের পর জনিক নকরেক অনিতা মৃদের পারিবারিক কৃষিকাজে যুক্ত হন। অনিতা ও জনিকের পুত্র-কন্যাদের একজন বিজন্তি মৃ। বিজন্তি মৃর ছেলে-মেয়েদের কেউ এখন আর কৃষিকাজে যুক্ত নেই। তাদের এক ছেলে কবি ব্যাঞ্জন মৃ গার্মেন্টসে কাজ করে। এই পরিবারের এখন আর কোনো কৃষিজমি নেই। রাষ্ট্র তাদের চালা/উঁচু জমি কেড়ে নিয়েছে আর বাইদ/নামা জমি তারা নানাভাবে হারিয়েছেন। শালবনের আদিবাসী মান্দি ও কোচরা ১৯৫০ সনেই হারিয়েছেন জুমচাষের অধিকার। পরবর্তীতে জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক, কলার মতো বাণিজ্যিক ফসলের আবাদ, আগ্রাসি গাছের সামাজিক বাগান, রাবার চাষ, বাঙালি অভিবাসনের ফলে নিজ ভূমি থেকে আদিবাসীরা উদ্বাস্তু হয়েছেন।[2] এখন পুরুষেরা শহরে দিনমজুর কী নিরাপত্তাপ্রহরী এবং নারীরা মূলত কাজ করছেন পার্লার ও গার্মেন্টসে।

মধুপুর শালবন থেকে এবার আসা যাক হাওরাঞ্চলে। সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর সজনার হাওরপাড়ের গ্রাম হরিপুর। বছর বছর একমাত্র আবাদ পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যাওয়া, পাহাড়ি বালিতে কৃষিজমি নষ্ট হওয়া আর কৃষিতে বিনিয়োগ

---

১. দেখুন: পার্থ, পাভেল। ২০১১, মাছ যেত আগে, এখন যাচ্ছে মানুষ, দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০১১, ঢাকা
২. এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে দেখা যেতে পারে: পার্থ, পাভেল, ২০১২, অরণ্যের লড়াই, আইইডি, ঢাকা

বাড়তে থাকায় দিন দিন হাওরবাসী হাওর ছেড়ে পাড়ি জমাচ্ছে শহরে কী জড়াতে বাধ্য হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায়[৩]। হাওর থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলে এলেও একই দশা দেখা যায়। রাজশাহীর তানোরের বাধাইড় উপজেলার ঝিনাখোড় গ্রাম। একসময়ের সমৃদ্ধ বরেন্দ্র গ্রাম। দিনদিন ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, মরুময়তার সংকট আর তীব্র তাপের জ্বালায় আজ ঝিনাখোড়সহ বরেন্দ্র অঞ্চলের গ্রামীণ কৃষি এক বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে। মানুষ ঝিনাখোড় ছেড়ে কাজের জন্য বাইরে চলে যায় বছরের একটা বড় সময়। গাইবান্ধার যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের কোলে ১২ বার ভেঙেচুরে জেগে থাকা এক চরের নাম কালাসোনার চর। কালাসোনার চরের আলিমুদ্দিন ও রাবেয়া বেগমের দুই মেয়ে এক ছেলে। বারবার নদীভাঙ্গানের যন্ত্রণায় পারিবারিক কৃষি ছেড়ে আলিমুদ্দিন শহরে এসে রিকশা চালান। আলিমুদ্দিন মাঝেমধ্যে বাড়িতে এলে টিকে থাকা জমির দেখাশোনা করে, মুলত রাবেয়া বেগমই বসতবাড়ি বাগান ও নিজেদের চরের জমি দেখাশোনা করে। তাদের ছেলে বালাসীঘাটে দিনমজুরির কাজ করে। চরাঞ্চলে হাইব্রিড ভুট্টা আবাদ বাড়ায় নিজেদের টিকে থাকা সামান্য জমিনে কী ফসল চাষ করবে এই সিদ্ধান্ত তারা এখন আর পারিবারিকভাবে নিতে পারে না।

একই অবস্থা দেশের সমুদ্র উপকূল, নদী সমতল কী শহরতলী অঞ্চলে। দেশজুড়ে গ্রামীণ কৃষকবর্গের জীবনে এক প্রশ্নহীন পরিবর্তন ঘটে চলেছে। গ্রামীণ জীবনের পারিবারিক কৃষিঐতিহ্য নিদারুণভাবে বদলে যাচ্ছে। চলতি 'বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি চর্চা, সংকট ও সম্ভাবনা' অনুসন্ধানটি মূলত বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের পারিবারিক কৃষি নিয়ে এক ধরণের প্রাথমিক সারির আলাপ। এখানে পারিবারিক কৃষির সংজ্ঞায়ন বিতর্ক, ধরণ, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে জারি থাকা কিছু বৈশ্বিক আলাপের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির বর্তমান অবস্থা ও এর শক্তি সম্ভবনাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক পারিবারিক কৃষি পরিসরের ভেতর থেকে বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির আপন চেহারাকে বুঝতে পারা এবং এর নিজস্ব লড়াইকে কৃষির সামগ্রিক বয়ানের পাটাতনে হাজির করা। বাংলাদেশের ভিন্নভিন্ন কৃষিপ্রতিবেশ এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকেও এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে পারিবারিক কৃষির সামগ্রিক ধারাকে বোঝার তাগিদে।

বরিশাল, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, রাজশাহী, কুমিল্লা, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ এই ১১টি জেলার ১৪টি উপজেলার ৪৪টি ইউনিয়নের ৮৬টি গ্রামের ৮৯১ জন নারী-পুরুষের কাছ থেকে পারিবারিক কৃষির চলমানচিত্রটি বোঝার খাতিরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নির্বাচিত এই অঞ্চলগুলি বাংলাদেশের ত্রিশটি প্রধান কৃষিপ্রতিবেশঅঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। চলতি লেখাটিতে উল্লিখিত সমীক্ষার ফলাফল পারিবারিক কৃষির চলমান রূপ বুঝতে একটা সাম্প্রতিক সূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির জন্য করণীয় নির্ধারণে চলতি এই বিবরণ একটা প্রাথমিক সারির আলাপসূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩. দেখুন: পার্থ, পাভেল। ২০১২, হাওরের নিরুদ্দেশ পরিসংখ্যান, দৈনিক সমকাল, ঢাকা

একদা এক কৃষিপ্রধান দেশ!

দেশ স্বাধীনের পর থেকে আমাদের মুখস্থ হয়ে আছে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অথচ এই কৃষির ধরণ ও মনস্তত্ব নিয়ে আমাদের কোনো জনবিতর্ক নেই। দিনে দিন সকলের সামনে পিষে থেতলে বদলে যাচ্ছে কৃষির সামগ্রিক চেহারা। বাংলাদেশের কৃষি কেমন হবে, কৃষিজীবন কেমন হতে পারে এ নিয়েও আমাদের কোনো আলাপ নেই। দিন দিন বদলে ফেলা হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম, যেখানে জন্ম নিয়ে কোনোরকমে টিকে আছে সহস্র বছরের কৃষি। বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে এই জনপদের নিজস্ব দর্শন ও বিবরণে বহুমাত্রিক গবেষণা কাজ খুবই কম। যখন একটি গ্রামের উৎপাদন সম্পর্ক বদলে যায়, বদলে ফেলা হয় কৃষির ধরণ তখন সেই গ্রাম তার সবকিছু নিয়ে বদলে যেতে বাধ্য হয়। গ্রামীণ কৃষিকে তছনছ করবার ভেতর দিয়ে একটি গ্রামের বহিরাগত আহাজারি হয়তো আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু সেই গ্রামের মনের কষ্ট আমরা কখনোই আন্দাজে নেই না। গ্রামের মনস্তাত্ত্বিক সীমানা দখল নিয়ে পার্থ (২০০৯) তাঁর এক লেখায় জানান,

> *'... কৃষি, জুম, সংগ্রহ, শিকার, বুনন, কারিগরী, নির্মাণ এইরকমের জীবন জীবিকার ভেতর দিয়েই আমাদের গ্রামজাগতিক পাটাতন গুলো তৈয়ার হয়েছে। এখানে শ্রেণী ও বর্গের দ্বন্দ্ব সংঘাত আছে আছে নিরন্তর প্রতিরোধের নিশানা। কিন্তু অবধারিত কায়দায় যখন গ্রাম জনপদের জীবন ও জীবিকাকে বদলে দেয়া হয় বা গ্রাম বিরাজিত থাকবার শর্ত ও সম্পদসমূহ অনিবার্যভাবে ছিনতাই করা হয় তখন সেই গ্রাম যেসব মনস্তাত্ত্বিক ধারা ও মাত্রা নিয়ে অস্তিত্বময় থাকে মূলত: বদলে যায় সেসব নিয়ামক। এভাবেই এক একটি গ্রামের আদল ও রুপ খসে পড়ে, বিলীন হয়ে যায়। গ্রাম পতনের শব্দ নিয়ে বিদ্যাজাগতিক কাঠামোতে গ্রামের বিবর্তন বা নগরায়নের প্রভাব নিয়ে কিছু বাতচিত হলেও সকল ক্ষেত্রেই একটি গ্রামের মনোজাগতিক সীমানার দখল নিয়ে আমরা খুব একটা আলাপ বাহাস আমাদের হাতের কাছে পাই না।'*[৪]

বাংলাদেশ সরকারের তথ্যবাতায়ন লিখছে, বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রাম এলাকায় ৫৯.৮৪% এবং শহরের ১০.৮১% লোকের কৃষিখামার আছে। ধান, পাট, তুলা, আখ, পুল ও রেশমগুটির চাষসহ বাগান সম্প্রসারণ, মাছ চাষ, সব্জি, পশুসম্পদ উন্নয়ন, মাটির উর্বরতা

৪. বিস্তারিত দেখুন: পার্থ, পাভেল। ২০০৯, গ্রামের মনস্তাত্ত্বিক সীমানা দখল ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যর্থ বাহাদুরি, লেখাটি নূহ-উল-আলম লেনিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বাংলাদেশের নগরায়ণ ও পরিবর্তনশীল গ্রামজীবন' পুস্তক থেকে নেয়া, র‌্যামন পাবলিসার্স, বাংলাদেশ

৫. দেখুন: বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বাতায়ন, ক্লিক করুন: http://www.bangladesh.gov.bd, ১৫ জুলাই ২০১৬

বৃদ্ধি, বীজ উন্নয়ন ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এ দেশের কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত।[৫] এখন প্রশ্ন হলো কৃষিপ্রধান দেশের এক সুবর্ণ স্মৃতি নিয়ে বড় হওয়া বাংলাদেশ কৃষিকে কতখানি এবং কীভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে? বাংলাদেশ জিডিপি দিয়ে দেশের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে। বাংলাদেশ মনে করে যত বেশি জিডিপি দেশ তত বেশি উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু দিনে দিনে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কমছে, বলা ভাল কৃষিক্ষেত্রে দিন দিন রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা ও জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ কমছে। কয়েক বছর আগে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৯.১% এবং এ খাতের মাধ্যমে ৪৮.১% মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে।[৬] ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কমে দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩%।[৭]

এত অবহেলা আর নির্দয়তার ভেতরও রাষ্ট্র কৃষিকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চায়। রাষ্ট্র কৃষিকে দেখে খাদ্য উৎপাদনের মূলখাত হিসেবে। ২০১৩ সনের ভেতর সকলের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার 'ভিশন ২০২১' গ্রহণ করে।[৮] কৃষি কেবলমাত্র খাদ্য নিরাপত্তা নয়, দেশের মানুষের আয় এবং কর্মসংস্থানকেও নিশ্চিত করে।[৯] বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকৌশলপত্র (২০০৯) অনুযায়ী দেখা যায়, দেশের প্রান্তিক কৃষকদের অনেকেই স্বনির্ভর কৃষি উৎপাদনের সাথেই জড়িত। শস্য উৎপাদন গ্রামীণ আয় ও গরিব মানুষের উপার্জনের একটা বড় ক্ষেত্র।[১০] সমকালে বাংলাদেশের নগরে ছাদ ও বারান্দা বাগানের কিছু চল তৈরি হলেও এই নগরীয় কৃষি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় কতটা ভূমিকা রাখছে এর কোনো তথ্য নেই। বলা হয় একটি ৪-৫ কাঠার ছাদ বাগান ৪ সদস্যের পরিবারের খাদ্যচাহিদা মিটিয়ে বাৎসরিক ৫০,০০০ টাকা আয় আনতে পারে।[১১] কিন্তু নগরীয় এই নতুন কৃষি চল নয়, এখনো কৃষি টিকে আছে দেশের গ্রামীণ অঞ্চলেই।

কৃষিশুমারী ২০০৮ এর সূত্রমতে, দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪ জেলার ৫৪৫টি উপজেলার ৪৫৫৪ টি ইউনিয়নে ৮৭,২২৩টি গ্রাম আছে; এবং মোট পরিবারের সংখ্যা ২ কোটি ৮৬ লাখ ৯৫ হাজার ৭৬৩। এই পরিবারের ভেতর মোট কৃষি পরিবার হলো ১ কোটি ৫১ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৩ এবং কৃষি বর্হিভূত পরিবার হলো ১ কোটি ৩৫ লাখ ১২ হাজার ৫৮০।[১২] এখনো দেশের মোট পরিবারের অর্ধেকরও বেশি কৃষিনির্ভর এবং কৃষিই দেশের অধিকাংশ মানুষের বেঁচেবর্তে থাকার অনন্য উপায়। কিন্তু শঙ্কার কারণ হলো দিন দিন কৃষিতে সংকট বাড়ছে এবং কৃষিপরিবারগুলো কৃষি থেকে উদ্বাস্তু হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে বাংলাদেশ একসময় কৃষিপ্রধান দেশের ঐতিহাসিকতা হারাতে বাধ্য হবে।

---

৬. দেখুন: বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বাতায়ন, ক্লিক করুন: http://www.bangladesh.gov.bd, ১৫ জুলাই ২০১৬

৭. সূত্র: কৃষি ডায়েরি ২০১৯ এই তথ্যটি নিয়েছে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং উইং থেকে, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ

৮. দেখুন: Planning Commission, 2010. Outline Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021- Making Vision 2021 A Reality, Final Draft. General Economics Division, Planning Commission, GoB.

৯. দেখুন: Planning Commission, 2009. Millennium Development Goals – Need Assessment and Costing 2009-2015 Bangladesh. General Economics Division, Planning Commission, GoB.

১০. দেখুন: ছাদ বাগানের কৃষি, মো. মনজুর হোসেন, তৌফিক আরেফিন ও প্রফেসর মু. আশরাফ ইসলাম, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা

১১. সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৮

পারিবারিক কৃষির সংজ্ঞায়ন বিতর্ক

পারিবারিক কৃষি আবার কী? বাংলাদেশের মানুষের স্মৃতিতে কৃষি এক পারিবারিক নির্মাণ, কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। কৃষি বাংলাদেশের এক ঐতিহাসিক অনুভূতির নাম। এদেশের মানুষ হাজার বছর ধরে কৃষির এক বিরল দর্শন ও সংস্কৃতি জারি রেখেছে। এ দেশের কৃষিধারা মূলত গ্রামজনপদের পরিবারনির্ভর। এক একটি গ্রামে, এক একটি জনপদে এখানে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিধারা আছে। কৃষিজমির ধরণ ও স্থানীয় বাস্তুসংস্থান, গ্রামীণ জীবন, শস্যফসলের বৈচিত্র্য, জনসংস্কৃতি সবকিছু মিলেই আমাদের নানাঅঞ্চলের নানাধারার কৃষি। আর বৈচিত্র্যময় কৃষিজীবনের সম্ভার নিয়েই দেশের কৃষিজগত। বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির চলমান রূপ বোঝার তাগিদে দেশের ১১ টি জেলার ৮৯৯ জনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কৃষক পরিবারগুলো পারিবারিক কৃষির রূপকে কীভাবে দেখেন। অংশগ্রহণকারীদের ভেতর অধিকাংশরাই মানে ৭৪৬ জনই মনে করেন কৃষি একটি সামগ্রিকভাবে পারিবারিক কাজ এবং ৯১ জন মনে করেন এটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজের সমন্বয়। কেবলমাত্র ৬২ জন মনে করেন কৃষিকাজ একটি ব্যক্তিগত কাজ। দেখা গেছে যারা কৃষিকে একক ব্যক্তিগত কাজ হিসেবে দেখছেন তারা মূলত বাণিজ্যিকভাবে জমিতে ধান ও বাণিজ্যিক সবজি আবাদ করেন এবং তাদের প্রত্যেকেই সেই কাজেও পরিবারের নারী-শিশুসহ অন্যদের অবদানকে 'আড়াল' করে কৃষিকে কেবলমাত্র একটি ব্যক্তিগত কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

দেশে ত্রিশটি প্রধান কৃষিপ্রতিবেশ অঞ্চল রয়েছে। এখানে জমির নানামুখী বৈচিত্র্য আছে। দেশের অধিকাংশ কৃষিজমি সমতল অঞ্চলেরও হলেও বাংলাদেশে ভাসমান জমিও রয়েছে। গোপালগঞ্জের বিলাঞ্চলে 'গাউতা' এবং পিরোজপুর-বরগুণা অঞ্চলে 'ধাপ চাষ' নামে পরিচিত এই ভাসমান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কৃষি জাতিসংঘের বিশ্ব কৃষি ঐতিহ্য অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সিলেটের দুই টিলার মাঝের জমিকে আদিবাসী লালেং (পাত্র) ভাষায় বলে 'গুল'। এই জমিগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে খুব ভাল আঠালো বিন্নি ধান আবাদ হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই পাহাড়ের খাদের জমিও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বর্তমানে এমন জমিগুলিতে দুই পাশ আটকে বৃষ্টির পানি জমিয়ে মাছ চাষ করা হচ্ছে। মধুপুর ও ভাওয়ালগড়ের পাশাপাশি দেশের উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমির কৃষিজমির বৈশিষ্ট্য উঁচু হলেও তা স্তরবিশিষ্ট ভিন্নতা নিয়ে বিদ্যমান। কক্সবাজারের টেকনাফসহ সমুদ্র উপকূলে জোয়ার প্লাবিত কৃষিজমি এবং নারিকেল জিঞ্জিরা বা সেন্টমার্টিনসহ সমুদ্র দ্বীপসমূহের কৃষিজমির বিশেষ ধরণ আছে। শংখ বা সাঙ্গুসহ পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি নদী তীরের ঢালু জমি গুলোও বিশেষ শ্রেণির কৃষিজমি। পার্বত্য চট্টগ্রাম টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সাভারসহ দেশের নানান এলাকায় যারা মাশরুম চাষ

করেন তারাও পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট কিছু জমি ব্যবহার করেন। ঝালকাঠির বিশঘর কুরিয়ানাসহ বরগুণা, পিরোজপুরের পেয়ারা বাগান, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমতল অঞ্চলের তুলা চাষের জমি, ফুল চাষের জমি, চলনবিলের জলমগ্ন জমি, সিলেটের আদিবাসী খাসিদের পানজুম, টাঙ্গাইলের মধুপুরের আনারস ও মিশ্রফসল চাষের চালা জমি, রাঙামাটির সাজেকের লুসাই আদিবাসীদের চা ও কমলা বাগান, দিনাজপুরের লিচু বাগান, হাওরাঞ্চলের বিছরা ক্ষেত, পানবরজ, সাতক্ষীরা-খুলনার কনকনা পদ্ধতিতে মিষ্টিপানির আধার তৈরি করে চাষকৃত জমি, দেশজুড়ে টানি ও ছেমা জমিন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেঘালয় পাহাড় পাদদেশের সীমান্ত জমি, চরাঞ্চলের বালুময় জমিসহ দেশজুড়ে অঞ্চল ও প্রতিবেশ ভিন্নতায় বৈশিষ্ট্যময় সকল কৃষিজমিনই গ্রামীণ পারিবারিক কৃষির প্রাণ।

সাংস্কৃতিক কিছু ভিন্নতা থাকলেও এখানে পরিবারের সকলে মিলেই কৃষিকে সমুন্নত রাখার ঐতিহ্য তৈরি করেছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষিধারাকে বিশ্লেষণ করে বলা যায় এখানে পারিবারিক যৌথকৃষির ধারা তৈরি হয়েছে ঐতিহাসিকভাবেই। তবে নানাভাবে পারিবারিক কৃষির এই ঐতিহ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, নিদারুণভাবে পারিবারিক কৃষি বাংলাদেশে প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। পারিবারিক কৃষির এই ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সীমানার উপর মূলত নিপীড়ন শুরু হয় তথাকথিত আধুনিক কৃষির নামে সবুজ বিপ্লবের প্রচলনের মাধ্যমে ষাটের দশকে। পরিবারভিত্তিক কৃষির দখল নিতে থাকে বহুজাতিক কর্পোরেট বাজার। একইসাথে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার এবং গ্রামজীবনের পরিবর্তনশীলতায় দেশের পারিবারিক কৃষিঐতিহ্য দিন দিন বদলে যেতে বাধ্য হয়। তারপরও দেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গ এখনো পারিবারিক কৃষির নমুনাকে নানাভাবে বাঁচিয়ে রাখবার আপ্রাণ লড়াই জারি রেখেছে।

দেখা যাক, পারিবারিক কৃষি নিয়ে বৈশ্বিক কী ধরণের তর্ক চলছে এবং বিশ্বব্যাপি পারিবারিক কৃষিকে কীভাবে দেখা হচ্ছে। পারিবারিক কৃষিখামার ও পারিবারিক কৃষককে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পারিবারিক কৃষির কোনো অভিন্ন সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নেই। দেশকালভেদে ভিন্ন ভিন্ন। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার হয়ে এলিজাবেথ গার্নার ও আনা পাওলা কমপাস (২০১৪) বিশ্বব্যাপি বিবৃত পারিবারিক কৃষির সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ ও বিদ্যায়তনিক পরিসর থেকে পাওয়া পারিবারিক কৃষির মোট ৩৬টি সংজ্ঞাকে তারা ব্যাখা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে তারা দেখান পারিবারিক কৃষির অধিকাংশ সংজ্ঞায়নে কৃষিতে পারিবারিক শ্রম এবং পরিবারের সদস্যদের কৃষিব্যবস্থাপনাকে সবচে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ সংজ্ঞায়ন পারিবারিক কৃষির বিবরণ দিতে গিয়ে প্রতিবেশগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত চিন্তাকে যুক্ত করেছে। শেষতক এলিজাবেথ ও আনা (২০১৪) নিজেরাও পারিবারিক কৃষির একটি সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন।

১২. *Elizabeth Garner and Ana Paula de la O Campos. 2014. Identifying the "family farm": an informal discussion of the concepts and definitions. ESA Working Paper No. 14-10. Rome, FAO.*

তাঁদের মতে, নারী-পুরুষসহ পরিবারের সকল সদস্যের শ্রম ও ব্যবস্থাপনায় কৃষিজ, বনজ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদের এক সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থাই হলো পারিবারিক কৃষি। পারিবারিক কৃষির ক্ষেত্রে খামার ও পরিবার অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে এরা পরস্পরনির্ভরশীল।[১২]

ডেভিডোবা ও থমসন (২০১৪) ইউরোপের পারিবারিক কৃষিকে বিশ্লেষণ করে জানান, পারিবারিক কৃষিখামার মূলত পরিবারের সদস্যসের শ্রমবিনিময়, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, বংশপরম্পরায় এর ধরণ, আইনগত অধিকার ও বাণিজ্যিক ঝুঁকি অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রায় ৯৭ ভাগ কৃষিখামার পারিবারিক কৃষিখামার এবং বংশপরম্পরায় এগুলো পারিবারিক কৃষিখামার হিসেবেই টিকে আছে।[১৩] পার্লিংস্কাদ্বয় (২০১৫) সনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পারিবারিক খামার বিষয়ক এক লেখায় জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভেতর পারিবারিক কৃষিখামারের সংজ্ঞায়নে অনেক জটিলতা আছে। কারণ খামারের সংখ্যা, খামারের আয়তন এবং খামারের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক সময় পারিবারিক কৃষিখামারের সংজ্ঞায়নে সংকট তৈরি করে।[১৪] বেলিরেস ও অন্যান্যরাও (২০১৫) বিশ্বব্যাপি বিবৃত পারিবারিক কৃষির সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করে নিজেরা একটি সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন। তাঁদের ভাষায়, পারিবারিক কৃষি কৃষিজ-উৎপাদনের এমন একটি সাংগঠনিক রূপ যেখানে পরিবার, উৎপাদনমাত্রা ও পারিবারিক শ্রমের বিষয়গুলো পরস্পরযুক্ত। পারিবারিক কৃষির পুঁজি পরিবারের নিজস্ব সম্পদ ও তাঁদের গৃহস্থালী কাজের ধরণ, এখানে কৃষি উৎপাদন পরিবারের নিজস্ব ভোগ ও বাজারে বিক্রির জন্য ব্যবহৃত হয় তবে সকলের শ্রমের নির্দিষ্ট কোনো পারিশ্রমিকের বাধ্য বাধ্যকতা থাকে না।[১৫]

বাংলাদেশের নানা প্রান্ত ও সমাজে পারিবারিক কৃষির ধরণগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও এখানে কৃষিই গড়ে ওঠেছে পরিবার ও প্রতিবেশীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও বহুমুখী রসায়নের মধ্যদিয়ে। বাংলাদেশের কৃষিসংস্কৃতির ধারায় পারিবারিক কৃষি বলতে, যে কৃষিধারায় পরিবারের সকলে নানাভাবে যুক্ত থাকে ও শ্রম দেয় এবং উৎপাদনকে মানুষসহ চারপাশের প্রাণজগতের জন্য বিবেচনা করে। বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষিতে শস্যফসলের মালিকানা দ্বন্দ্ব নেই, এই কৃষিধারা অধিকতর

১৩. *DAVIDOVA, Ms Sophia and Mr Kenneth Thomson, 2014, Agriculture And Rural Development Family Farming In Europe: Challenges And Prospects (In-Depth Analysis), Directorate General For Internal Policies, Policy Department B: Structural And Cohesion Policies, This document is available on the Internet at: http://www.europarl.europa.eu/studies*

১৪. দেখুন: *Maria Parlinska and Agnieszka Parlinska, 2015, CHARACTERISTIC OF FAMILY FARMING IN THE EUROPEAN UNION, Proceedings of the 2015 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No38 Jelgava, LLU ESAF, 23-24 April 2015, pp. 113-119*

১৫. বিস্তারিত দেখুন: *BÉLIÈRES, Jean-François , Philippe BONNAL, Pierre-Marie BOSC, Bruno LOSCH, Jacques MARZIN, Jean-Michel SOURISSEAU, Cirad. 2015, Family Farming Around the World: Definitions, contributions and public policies, This report is coordinated by Marie-Cécile THIRION, Sustainable Development Department, AFD, thirionmc@afd.fr*

পরিবেশ ও সংস্কৃতিবান্ধব, এই ধারায় যুক্ত মানুষেরা কেবলমাত্র বাজারমুখী উৎপাদন নয় নিজেদের পেশাগত সামাজিক পরিচয়কে একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা হিসেবে দেখেন। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের কৃষিপ্রসঙ্গ আলোচনা ও তর্কগুলি মূলত: খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, দারিদ্র্য, উৎপাদন, কৃষিজমি, মাটির স্বাস্থ্য, সেচ, বীজ, যন্ত্র, কারিগরি, বাজার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আইন ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু দেশের পারিবারিক কৃষিধারা নিয়ে খুব বেশি আলাপবাহাস জনপরিসরে পাওয়া যায় না।

দুনিয়াজুড়ে পারিবারিক কৃষি

সারা দুনিয়ায় প্রায় তিন বিলিয়ন মানুষ গ্রামে বাস করে যার বড় অংশটিই গরিব ও উন্নয়নশীল দেশে। এদের ভেতর প্রায় আড়াই মিলয়ন নারী-পুরুষ পারিবারিক কৃষিকাজে জড়িত। যদিও বিশ্বে প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ বাণিজ্যিক কৃষিশিল্পে মজুর হিসেবে কাজ করে। পারিবারিক কৃষিতে নিয়োজিত আড়াই মিলিয়ন কৃষকের বড় অংশটাই প্রায় ৪০৪ মিলিয়ন কৃষিখামারে কাজ করেন যেখানে এক একটি খামারের আয়তন এক হেক্টরের কম।[১৬] নাগায়েটস (২০০৫) এর এক লেখা থেকে জানা যায়, বিশ্বের ৫০০ মিলিয়ন ক্ষুদ্র কৃষিখামারের ৮৭ ভাগ খামারের আয়তন ২ হেক্টরের কম এবং এগুলো এশিয়ার অন্তর্ভূক্ত। বাদবাকী ক্ষুদ্র কৃষিখামারের ৮ ভাগ আফ্রিকায়, ৪ ভাগ ইউরোপে এবং আরেমিকায় ১ ভাগ। পৃথিবীর ক্ষুদ্র পারিবারিক কৃষিখামারের সবচে বড় অংশ ১৩৯টি মানে প্রায় ৩৯ ভাগ চিনে এবং ভারতে ৯৩ মিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশে ১৭ মিলিয়ন করে এবং ভিয়েতনামে ১০ মিলিয়ন ক্ষুদ্র পারিবারিক কৃষিখামার আছে।[১৭]

ক্ষুদ্র আকারের পারিবারিক কৃষিখামারগুলোই দুনিয়ার কৃষির মূলভিত্তি। দুনিয়ার তিন ভাগের একভাগ মানুষ এই পারিবারিক কৃষির সাথে জড়িত। পারিবারিক কৃষি খামারে নিয়োজিত নারী-পুরুষেরা দুনিয়ার ৭০ ভাগ খাদ্য উৎপাদন করে এবং এই পারিবারিক কৃষিখামারগুলোই উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ আয়ের প্রায় ৬০ ভাগ নিশ্চিত করে।[১৮] রোমানিয়ার ৩.৯ মিলিয়ন পারিবারিক কৃষিখামারের অধিকাংশই তৃণভূমির পশুচারণজীবী সমাজ ও মিশ্র খামারের অর্ন্তভূক্ত। এই পারিবারিক কৃষিখামার গুলো রোমানিয়ার মোট খাদ্য উৎপাদনের প্রায় ৩০ ভাগ উৎপাদন করে। পেজ ও পোপা (২০১৩) রোমানিয়ার পারিবারিক কৃষিখামারের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, এই খামারগুলি কেবলমাত্র অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্ব বহন করে না, এসব খামার ভূমির টেকসই ব্যবহার, প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ পরিবেশ-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে।[১৯] ভিয়েতনামের পারিবারিক কৃষিব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে ডং (১৯৮২) তাঁর এক গবেষণায়[২০] দেখান সেখানে পারিবারিক কৃষিখামারগুলো যৌথভাবে শ্রম ও উপকরণের সমন্বয় করা হয় যাকে তিনি অভিহিত করেছেন ‘কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক

১৬. বিস্তারিত দেখুন: *AFA (2014), Asian farmers and YFF: what is it for us during the international year of family farming?, Vol-6, Number-1, February 2014, Asian farmers' association for sustainable rural development, Philippines*

১৭. দেখুন: *Nagayets, Oksana. "Small Farms: Current Status And Key Trends." Information Brief. Prepared for the Future of Small Farms Research Workshop, Wye College, June 26–29, 2005.*

১৮. *IFOAM, Organic Agriculture for Family Farming* , আন্তর্জাতিক পারিবারিক কৃষিবর্ষ হিসেবে প্রচারিত আইএফওএএম এর একটি লিফলেট।

অর্থনীতি’ হিসেবে। ১৯৯৭ সনের ডিসেম্বরে লুক্সেমবার্গ ইউরোপীয় কাউন্সিলে স্বীকৃত হয়, পারিবারিক কৃষি ইউরোপীয় কৃষির এক কেন্দ্রীয় বিষয়।[২১] তবে অনেকে[২২] পারিবারিক কৃষিখামারকে বর্তমান ইউরোপীয় কৃষিব্যবস্থায় এক প্রান্তিক ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সকল দেশে পারিবারিক কৃষির ধরণগুলো এক নয়। কোথাও বাণিজ্যিক কর্পোরেট কৃষির বাজারের জন্যই পরিবারের সদস্যরা বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদনে যুক্ত থাকেন। যেমন, ব্রাজিলের অনেক কৃষক ক্যাস্টর শিম চাষ করছেন পারিবারিক খামারে বায়োডিজেল উৎপাদনের জন্য। কামিমুরা ও অন্যান্যরা (২০১১)[২৩] এরকম বাণিজ্যিক উৎপাদনকেও পারিবারিক কৃষি হিসেবে চিহ্নিত করছেন এবং এর মাধ্যমে উন্নয়নের এক আঞ্চলিক সম্ভাবনাও দেখছেন। একইভাবে চেয়েন্স ও রাফেফলিজিয়্যু (২০০৫) তাঁদের এক লেখায়[২৪] আইভরিকোস্ট ও ক্যামেরুনের পামঅয়েল চাষকে পারিবারিক কৃষি হিসেবে উল্লেখ করে একে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের এক নমুনা হিসেবে বিবৃত করেছেন। দেশে দেশে পারিবারিক কৃষির সংজ্ঞায়ন ও বৈশিষ্ট্যগত কিছু ভিন্নতা থাকলে এই কৃষিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বৈশ্বিকভাবে দেখার চল শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে। ২০১১ সনে জাতিসংঘের ৬৬তম সাধারণ অধিবেশনে ২০১৪ সনকে আন্তর্জাতিক পারিবারিক কৃষিবর্ষ *(International Year of Family Farming)* হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সনের ২০ জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম সভায় পারিবারিক কৃষি দশক (২০১৯–২০১৮) সম্পর্কিত ঘোষণা দেয়া হয় এবং পারিবারিক কৃষিকে বৈশ্বিক কৃষিচর্চার এক অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। এ সময়টাতেই পারিবারিক কৃষি বিষয়ে বৈশ্বিক আলাপ বিদ্যায়তনিক স্তর থেকে নাগরিক সমাজে আবারো একটা ‘নতুন’ উৎসাহ তৈরি করে। এই উপলক্ষে কৃষির সামগ্রিক ডিসকোর্সকে বোঝার ক্ষেত্রে পারিবারিক কৃষির একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক রূপ, স্থানীয় তর্ক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পরিসর এবং এর সাথে জড়িত সকল বৈশ্বিক দরবার ও কর্পোরেশনকে এক কাতারে ফেলে আলাপগুলো প্রসারিত করা জরুরি।

---

১৯. দেখুন: *Page, Nathaniel and Răzvan Popa, 2013. FAMILY FARMING IN ROMANIA, Fundația ADEPT Transilvania, www.fundatia-adept.orgm, Saschiz, October 2013*

২০. দেখুন: *Dong, Nguyen Huu. 1982, Collective and Family Agriculture in Socialist Economies, Bulletin, vol 13 no 4, Institute of Development Studies, Sussex*

২১. *DAVIDOVA, Ms Sophia And Mr Kenneth Thomson, 2014, Agriculture And Rural Development Family Farming In Europe: Challenges And Prospects (In-Depth Analysis), Directorate General For Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies.*

২২. *Blanc, M., and Perrier-Cornet, P. (1993). Farm Transfer and Farm Entry in the European Community. Sociologia Ruralis, 33(3/4), 319-335.*

২৩. বিস্তারিত দেখুন: *Kamimura, Arlindo, Aline de Oliveira, Geraldo F. Burani. 2011, Brazilian Family Farming Agriculture in the Biodiesel Production: A Portrait of Regional Possibilities, In: Low Carbon Economy, 2011, 2, 7-14 doi:10.4236/lce.2011.21002 Published Online March 2011*

২৪. *CHEYNS, Emmanuelle and Sylvain RAFFLEGEAU. 2005, Family agriculture and the sustainable development issue: possible approaches from the African oil palm sector. The example of Ivory Coast and Cameroon, In: OCL VOL. 12 N° 2 MARS-AVRIL 2005.*

পারিবারিক কৃষির শক্তি

অনেকেই বলে থাকেন, পারিবারিক কৃষিখামারগুলো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের চাবি, একইসাথে এই ধারা আমাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা করে ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে নিশ্চিত করে।[২৫] কিন্তু তারপরও বিশ্বব্যাপী পারিবারিক কৃষি এক নিদারুণ প্রান্তিকতার ভেতর টিকে আছে। ২০১০ সনে বৈশ্বিক কৃষক আন্দোলন জোট jv fvqv K¨v¤úvwmbv পারিবারিক কৃষিই কেবলমাত্র পৃথিবীকে আহার জোগাতে পারে এই দাবিতে পারিবারিক কৃষিতে বৈশ্বিক মনোযোগ ও সহায়তা বাড়াতে আন্দোলনের ডাক দেয়।[২৬] সমাজবিজ্ঞানী ব্যুটেলের লেখায় কৃষির সমাজবৈজ্ঞানিক নানা বিশ্লেষণে[২৭] দেখা যায়, পারিবারিক কৃষিকে এই আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নানাবিধ কাঠামোগত পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে বিশেষত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধারার ভেতর দিয়ে। পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানীরা কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত কৃষিবাণিজ্যের ভেতরেও টিকে থাকা পারিবারিক কৃষির শক্তিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন; শত সংকটের ভেতরেও কীভাবে পারিবারিক কৃষি টিকে থাকছে এ প্রশ্ন খোঁজার চেষ্টা করেছেন নানাজনে[২৮] নানাসময়ে। বাংলাদেশে এমন দলিল একদম নেই যেখান থেকে দেশের পারিবারিক কৃষির টিকে থাকবার শক্তিকে টের পাওয়া যায়।

অনেকেই পারিবারিক কৃষিকে কর্পোরেট কৃষির এক লড়াকু প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেন। মার্কিন কৃষিব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে ইকরেড (২০১৬) তাঁর এক লেখায়[২৯]

---

২৫. *Jacoby, Enrique, Cristina Tirado, Adrián Diaz, Manuel Peña, Adoniram Sanches, María José Coloma, Ricardo Rapallo, Adrián Rodríguez, Octavio Sotomayor, Joaquín Arias. "A Comprehensive Look at Public Policies on Family Farming, Food Security, Nutrition, and PublicHealth in the Americas: Linking United Nations Work Agendas" is a working document prepared jointly by the Pan American Health Organization (PAHO/WHO), the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), and the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA).*

২৬. *La via campesian, 2010, Sustainable Peasant and Family Farm Agriculture Can Feed the World, Jakarta, 2010*

২৭. *Buttel, F. H., O. F. Larson and G. W. Gillespie (1990). The Sociology of Agriculture. New York: Greenwood Press.*

২৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে: *Friedmann, H. (1978a). World Market, State and Family Farm: Social Bases of Household Production in an Era of Wage Labour. Comparative studies in Society and History 20:545-586. Friedmann, H. (1978b). Simple Commodity Production and the National Economy. Journal of Peasant Studies 6, 1:71-99. Mann, S. A. and J. M. Dickinson (1978). Obstacles to the Development of Capitalist Agriculture. Journal of Peasant Studies 5, 4:466-481.*

২৯. বিস্তারিত দেখুন: *Ikerd, John. 2016, Corporate Agriculture versus Family Farms; A Battle for Hearts and Minds, This article was prepared for presentation at a series of events sponsored by the Dakota Resources Council to oppose a North Dakota law that would allow non-farm corporations to own livestock and poultry; Fargo, Grand Forks, Rugby, and Bismarck, ND; May 17-20, 2016.*

জানান, পারিবারিক কৃষি হলো কর্পোরেট কৃষির বিরুদ্ধে হৃদয় ও মনের এক যুদ্ধ। কর্পোরেট কৃষি আইনত সিদ্ধ হলেও এখানে কোনো নৈতিক দায়িত্ব নেই। কিন্তু নৈতিকভাবে আমাদের দায়িত্ব হলো পরিবার ও সমাজের স্বাস্থ্য ও এই পৃথিবীকে কর্পোরেট অর্থনৈতিক অবিচার থেকে সুরক্ষা দেয়া। কেবলমাত্র পারিবারিক কৃষির মাঝেই সবাইকে সুরক্ষা দেয়ার এই নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত আছে। ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামীণ নারীদের পারিবারিক কৃষির উদাহরণ টেনে রাজকৃষ্ণ মুখার্জী জানান, পারিবারিক কৃষি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আরো বেশি টিকে থাকার সক্ষমতা তৈরি করে।[৩০] মারিয়া তোয়াদের ও ভ্যালেন্টিন রোমান (২০১৫) বলেছেন, পারিবারিক কৃষি কেবল খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা নয়; একইসাথে এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে।[৩১]

৩০. দেখুন: *Successful stories from the Peasant Family Farming (PFF), By: Raj Krishna Mukherjee - Development Research Communication and Services Centre and S.KANNAIYAN. - South Indian Coordination Committee of Farmers' Movements (SICCFM)downloadable at www.foodsovereignty.org/international-year-family-farming-iyff*

৩১. *Toader, Maria and Gheorghe Valentin ROMAN, 2015, Family Farming – Examples for Rural Communities Development, In: Agriculture and Agricultural Science Procedia 6 (2015) 89 – 94, This article also presented in the "ST26733", International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture"*

পারিবারিক কৃষির সংকট

পারিবারিক কৃষির সংকটগুলো ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, বাজার ও এজেন্সির নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। গত ত্রিশ বছরে কৃষি ও খামারের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে, যেখানে কৃষক তাঁর সামাজিক পরিচয় হারিয়ে কেবলমাত্র খাদ্য উৎপাদনের জন্য লড়াই করছে।[৩২] ম্যাকগুইয়ের ও অন্যান্যরা (২০১৫) তাঁদের এক গবেষণায়[৩৩] দেখান, সংরক্ষণবিদ বা উৎপাদক হিসেবে কৃষকের পরিচয়গুলো কৃষক হিসেবে কেউ কৃষির ভৌত-সামাজিক পরিবেশগুলো কীভাবে যাচাই করেন তাঁর ওপরও নির্ভর করে। কৃষক প্রতিনিয়ত তাঁর নানামুখী ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন এবং নিত্যনতুন কৃষিপরিচয় তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। পারিবারিক কৃষির সংকটের এক অন্যতম প্রধান কারণ এই আত্মপরিচয়ের সংকট। বাংলাদেশে এখন পেশাগত পরিচয় হিসেবে কৃষক কোনো সামাজিক মর্যাদা তৈরি করে না। তাই এক একটি কৃষিপরিবারের সকলে মিলে সেই পারিবারিক কৃষির চলমানতা জিইয়ে রাখতে পারে না। এটি একটি মনোসামাজিক বৈষম্য, শৈশব থেকেই কৃষক প্রত্যয়টিকে এক নেতিবাচক ও 'স্ট্যাটাসহীন' হিসেবে শেখানো হয়। বাংলাদেশের কোনো বিদ্যায়তন শেখায় না বড় হয়ে কেউ কৃষক হবে, কারণ কৃষকের কোনো শ্রেণিগত মর্যাদা নেই।

বোর্জেস ও অন্যান্যরা (২০১৬) পারিবারিক কৃষিখামারের কতগুলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক চিহ্নিত করেছেন।[৩৪] ইতিবাচক দিক হিসেবে তারা বলতে চান এ ধরণের কৃষিব্যবস্থায় খাদ্য উৎপাদনের সাথে উৎপাদকদের একটি দায়িত্বশীল সম্পর্ক তৈরি হয়, কাজ শিখতে পারেন এবং রাসায়নিকের ব্যবহার কম হয়। একইসাথে রাসায়নিকের ভুল ব্যবহার ও কোনো ক্ষেত্রে কৃষিজ্ঞানের অনুপস্থিতিকে তারা নেতিবাচক হিসেবে দেখেছেন। মার্জিন ও অন্যান্যরা (২০১৫) পারিবারিক কৃষি বিষয়ক এক লেখায়[৩৫] বলেছেন, পারিবারিক কৃষিখামার থেকে উৎপাদিত

৩২. *Bjørkhaug, Hilde, Exploring the Sociology of Agriculture: Family Farmers in Norway –Future or Past Food Producers?, Sociological Landscape – Theories, 284 Realities and Trends, www.intechopen.com*

৩৩. *McGuire, Jean M., Lois Wright Morton , J. Gordon Arbuckle Jr. and Alicia D. Cast, 2015, Farmer identities and responses to the social biophysical environment, In: Journal of Rural Studies 39 (2015) 145-155*

৩৪. দেখুন: *Borges AM, Bonow CA, Silva MRS, Rocha LP, Cezar-Vaz MR. Family farming and human and environmental health conservation. Rev Bras Enferm [Internet]. 2016;69(2):304-12. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2016690216i*

৩৫. *Marzin, Jacques, Benoıˆt Daviron, and Sylvain Rafflegeau. 2015, Family Farming and Other Forms of Agriculture, In: J.-M. Sourisseau (ed.), Family Farming and the Worlds to Come, Chapter 5, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/285482405*

সামগ্রী একইসাথে যখন পরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করেন আবার বাজারে বিক্রি করেন তখন বাজারে দরদাম ওঠানামার জন্য পরিবারের সদস্যদের ভেতর একধরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

কেবল বাংলাদেশে নয়, সারাবিশ্বে পারিবারিক কৃষিতে পরিবারের সকলের অংশগ্রহণ কমছে। এটি পারিবারিকভাবে কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই জটিল ও দুরূহ। বাংলাদেশে এখন খুব কম গ্রামীণ পরিবার দেখা যায় যেখানে পরিবারের সকল সদস্য শুধুমাত্র তাদের কৃষির সাথে জড়িত। কারণ শুধুমাত্র কৃষিকাজ করে একটি গ্রামীণ পরিবার এখন এই বাজারনির্ভর সময়ে নানামুখী চাহিদার বিপরীতে টিকে থাকতে পারছে না। তাই কৃষিকাজের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যরা আরো নানা আয়মুখী কাজের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। নরওয়ের পারিবারিক কৃষি অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে বিজরখাগ (২০১২) জানান, নরওয়েতে পারিবারিক কৃষি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখন এই পারিবারিক খামারগুলোতে পরিবারের সকলে সমান সময় দিতে পারছে না বরং এই খামারগুলি পরিবারের একক সদস্যনির্ভর হয়ে ওঠছে।[৩৬] পারভীন ও আখতারুজ্জামান (২০১২) এক গবেষণায়[৩৭] দেখান, বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলে পরিবারের সদস্যসংখ্যার ওপর খামার ও খামার বহির্ভূত আয়ের সম্পর্ক আছে। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বাড়লে খামারভিত্তিক আয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে কিন্তু খামার বহির্ভূত আয়ে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হয়। একইসাথে তারা দেখান খামারের আয়তন বাড়লে পারিবারিক আয় বাড়ে।

পারিবারিক কৃষির অন্যতম বিষয় হলো ভূমি। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত কৃষিজমিগুলি অকৃষিখাতে চলে যাচ্ছে, কৃষিজমির এই করুণ রূপান্তরের তথ্য খুব কমই নথিভুক্ত করা হয়।[৩৮] কেবল বাংলাদেশে নয়, নগরায়ণের নিশানা আজ বিশ্বব্যাপি কৃষিজমি লুন্ঠন। জিয়াং ও অন্যান্যরা (২০১৩) দেখিয়েছেন, চীনে নগরায়ণের ফলে ব্যাপক হারে কৃষিজমি হ্রাস পেয়েছে।[৩৯] কবিতা ও অন্যান্যরা (২০১৫) দেখিয়েছেন, ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে নগরায়নের ফলে কৃষিজমির হ্রাস ঘটছে।[৪০] সং ও দেং (২০১৫) দেখিয়েছেন, ১৯৭৮ সনে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণের ফলে চীনে দ্রুত বাজার ও নগরায়ন সম্প্রসারিত হয়, যা ব্যাপকভাবে

৩৬. *Bjørkhaug, Hilde, 2012. Exploring the Sociology of Agriculture: Family Farmers in Norway - Future or Past Food Producers? This article was uploaded by Hilde Bjørkhaug on 16 May 2014. DOI: 10.5772/38310 • Source: InTech*

৩৭. দেখুন: *Parvin, m. T. And m. Akteruzzaman, 2012, factors affecting farm and non-farm income of Haor inhabitants of Bangladesh, progress. Agric. 23(1 & 2): 143 – 150, 2012 issn 1017-8139*

৩৮. বিস্তারিত দেখুন: *Quasem, Md Abul, 2011, Conversion of Agricultural Land to Non-agricultural Uses in Bangladesh: Extent and Determinants, In: Bangladesh Development Studies, Vol. XXXIV, March 2011, No. 1*

৩৯. দেখুন: *L. Jiang et al. 2013, The impact of urban expansion on agricultural land use intensity in China, In: Land Use Policy 35 (2013) 33– 39*

৪০. দেখুন: *Kavitha A, Somashekar R K and Nagaraja B C, 2015. Urban expansion and loss of Agriculture land - A case of Bengaluru city, International Journal of Geomatics and Geosciences, Volume 5 Issue 3, 2015*

কৃষিজমি দখল করে।[৪১] জাগের (১৯৮২) এর এক সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের কৃষিজমিহ্রাসের একটি অন্যতম কারণ হলো ইটভাটা এবং প্রায় ২,৫০০ ইটভাটা প্রতিবছর আনুমানিক ১৪.৫ মিলিয়ন ঘনফুট কৃষিজমির মাটি ব্যবহার করে।[৪২] ইসলাম ও অন্যান্যরা (২০১১) রাজশাহী জেলার ভূমি ব্যবহার বিশেষত কৃষিজমির পরিবর্তন শীর্ষক এক গবেষণায় জানিয়েছেন, জেলার ভূমি ব্যবহারের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এবং এ পরিবর্তন কৃষিজমির ওপর বাড়তি চাপ ফেলছে। গত ৩৩ বছরে ১৪.০৫ শতাংশ কৃষিজমি বিনষ্ট হয়েছে। প্রতি বছর ০.৪৬% কৃষিজমিহ্রাস পাচ্ছে এবং ৫.৮৬% অবকাঠামোগত এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধারা যদি অব্যাহত থাকে তবে আগামী ২১৭ বছরের মধ্যে কৃষিজমি পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।[৪৩] কৃষিজমির অকৃষিখাতে ব্যবহার পারিবারিক কৃষিধারাকে বিপন্ন করে তুলছে। এ নিয়ে জমি আছে এমন পরিবারগুলোতে পারিবারিক দ্বন্দ্ব সংঘাতও ছড়িয়ে পড়ে। কারণ পরিবারের নতুন প্রজন্ম পারিবারিক জমিকে বিক্রি করতে চায় অথবা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে চায়, অপরদিকে তুলনামূলকভাবে পরিবারের পূর্বপ্রজন্ম পারিবারিক কৃষিজমিকে কৃষিকাজের মাধ্যমেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (২০১৩)[৪৪] এক হিসাবে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ভূমি কিন্তু প্রবলভাবে বেড়ে চলা জনসংখ্যার বাংলাদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে ভূমির বন্টন বিশ্বে প্রায় সর্বনিম্নে, এখানে মাথাপিছু জমি মাত্র ০.০৬ হেক্টর। এক শতাংশে প্রায় ২০ কেজি ধান উৎপন্ন হলে উল্লিখিত জমিনে এক মওসুমে ধান হবে প্রায় ৭ মণ। তাহলে এই পরিমাণ জমিনে ধান ফলালে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণিসম্পদ থাকবে কোথায়? গ্রামীণ সমাজে বৃহৎ যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে যখন একক ক্ষুদ্র পরিবার হচ্ছে প্রতিনিয়ত তখন এক একটি যৌথ পরিবারের সমন্বিত একটি বৃহৎ জমি ভেঙে খন্ডবিখন্ড হয়ে পড়ছে। এসব খন্ড–বিখন্ড হয়ে পড়া জমিতে কী ধরণের কৃষি বহাল থাকবে এবং পরিবারের সদস্যরা সেখানে প্রত্যেকে কী ধরণের ভূমিকা পালন করবেন তা নিশ্চিত হওয়া কঠিন।

পারিবারিক কৃষির এক অন্যতম সংকট বাৎসরিক কী ধরণের শস্যফসল চাষ হবে এবং কীভাবে চাষ হবে সেই সিদ্ধান্তগ্রহণ। কারণ পরিবারের সকল সদস্য একই পদ্ধতির চাষব্যবস্থা অনেক সময় মেনে নিতে নারাজ। তবে পারিবারিক কৃষিতে তুলনামূলকভাবে রাসায়নিকের ব্যবহার কম হয়, কারণ এখানে পরিবারের সকল সদস্য নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে একটি কাজে যুক্ত থাকেন। এটি যত না বেশি তাদের শ্রমব্যয় হিসেবে তারা দেখেন তার চেয়ে বেশি তারা বিষয়টি কর্তব্য

৪১. দেখুন: *Song, Wei and Deng, Xiangzheng, 2015. Effects of Urbanization-Induced Cultivated Land Loss on Ecosystem Services in the North China Plain, In: Energies 2015, 8, 5678-5693; doi:10.3390/en8065678, P-1*

৪২. দেখুন: *Jager, Tjapko, 1982. A study of village lands made derelict by non-agricultural, Report prepared for the Government of Bangladesh the Food and Agriculture Organization, MP/FAO agricultural Development project (BGD/81/035), Dacca*

৪৩. *Islam, Md. Rahedul and Md. Zahidul Hassan, 2011, Land use changing pattern and challenges for agricultural land : a study on Rajshahi District, In: J. Life Earth Sci., Vol. 6: 69-74, 2011*

৪৪. দেখুন: *FAO (Food and Agriculture Organization), 2013. Bangladesh: Arable land and land under permanent crops availability (ratio per person), FAOSTAT.*

হিসেবে দেখেন এবং পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে উপভোগ করেন। রহমান ও মাসাহিরু (২০০৭) টাঙ্গাইল জেলার জৈব ও সনাতনী কৃষিচর্চাকারী কৃষকদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতায়[৪৫] দেখতে পান জৈব কৃষি চর্চাকারী কৃষকেরা নিজেদের ভেতর নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক ও বিশ্বাসের ভিত টিকিয়ে রাখে সনাতনী কৃষিচর্চাকারীদের চেয়ে।

সকল কৃষিপরিবারের ক্ষেত্রে পারিবারিক কৃষির সংকটের ধরণ এক নয়। বিশেষত ভূমিহীন, বর্গাচাষী ও আদিবাসী প্রান্তিক পরিবারের ক্ষেত্রে। কারণ গ্রামীণ সমাজে এই বর্গের পরিবারের সকলেই মূলত: কৃষিকাজের সাথে জড়িত। এমনকি তাদের অনেকেই নিজস্ব বসতভিটায় এবং বর্গাজমিতে নানামুখী কৃষিকাজ করে থাকেন। তবে বাঙালি কৃষিপরিবারের চাইতে দেশে আদিবাসী কৃষিপরিবারের পারিবারিক কৃষি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপন্ন। কারণ আদিবাসীরা বহুমুখী নিপীড়নে প্রশ্নহীনভাবে উদ্বাস্তু ও ভূমিহীন হয়ে পড়ছে। সেন ও অন্যান্যরা (২০০৭) রাজশাহী, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার আদিবাসীদের ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, উল্লিখিত এলাকার প্রায় ৪১.২ ভাগ আদিবাসী ভূমিহীন। রাজশাহীতে ৩৯.৯% পরিবার, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে ৮০.২% এবং সিলেট অঞ্চলে ২৮.২% পরিবার ভূমিহীন। রাজশাহী অঞ্চলে ১৪০ পরিবার এবং সিলেটের ১৭৯ পরিবারের ভূমি বেদখল হয়েছে।[৪৬] গাইন এবং অন্যান্যরা (২০০০) এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, ২৭.০১ ভাগ আদিবসী সম্পূর্ণ ভূমিহীন।[৪৭] আইয়ুব ও অন্যারা (২০০৯) একটি লেখায় জানিয়েছেন, মূলস্রোতের মানুষসৃষ্ট বিবিধ বৈরী আবহে দেশের অর্ধশতাধিক আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ বর্তমানে ভূমিহীন। কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এর হার শতকরা ৫০ ভাগ, আবার কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ৯৫ ভাগ। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে আদিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল শতকরা ২০–২৫ ভাগ, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯০ ভাগে।[৪৮] তীব্র ভূমিহীনতার ধরণ আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত পারিবারিক কৃষিধারাকে প্রতিনিয়তন এক কঠিন বিপদে ভেতর ফেলে দিচ্ছে।

পারিবারিক কৃষির আরেক সংকট পরিবারভিত্তিক বৈষম্যমূলক ভূমি ব্যবহার। বিশেষত দেশের উত্তরাঞ্চলে কিছু পরিবারের কাছে আবদ্ধ হয়েছে সকল ভূমির মালিকানা। ভূমির বৈষম্যমূলক মালিকানা ও বন্টন পারিবারিকভাবে সকল পরিবারকে সমানভাবে কৃষিকাজ বহাল রাখতে উৎসাহিত করে না। ১৯৮৭ সালের ভূমি সংস্কার আইনে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ভূমিহীনের' বৈশিষ্ট্য পরিচয় তৈরি করা হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয়েছে, সেই পরিবার ভূমিহীন যে পরিবারের

৪৫. *Rahman, M. Hammadur and Masahiro Yamao. 2007, Community Based Organic Farming and Social Capital in Different Network Structures: Studies in Two Farming Communities in Bangladesh, American Journal of Agricultural and Biological Science 2(2): 62-68, 2007*

৪৬. সেন, সুকান্ত; রায়, অভিজিৎ ও লামিন, সিলভানুস। ২০০৭, সমতলের আদিবাসী : অধিকার ও অধিকারহীনতা, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ৯৪-৯৯

৪৭. *Gain, P., Moral, S. Tigga, S.E. 2000, Discrepancies in census and scio-economic status of ethnic communities, SHED, Dhaka*

৪৮. হোসেন, আইয়ুব; হক, চারু ও রিস্তি, রিজুয়ানা। ২০০৯, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, হাক্কানী পালিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৩৭-৩৯

বসতবাটি এবং কৃষিজমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর। যে পরিবারের বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষিজমি নেই অথচ কৃষি নির্ভর। যে পরিবারের বসতবাটি এবং কৃষি জমি উভয়ই আছে কিন্তু উহার মোট পরিমাণ ০.৫০ একরের কম অথচ কৃষি নির্ভর তারাই ভূমিহীন।[৪৯] বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরপর পরিবারভিত্তিক ভূমি সংরক্ষণ সীমা ৩৭৫ বিঘার স্থলে ১০০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকের খাজনা মওকুফ করা হয়। পাকিস্থান আমলের বকেয়া খাজনাও মওকুফ করা হয়। ভূমি সংস্কার আইন ১৯৮৪ অনুযায়ী ভূমি সংরক্ষণ সীমা ৬০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয়।[৫০] বাংলাদেশে বিষমহারে ভূমিবন্টন ও ব্যবস্থাপনা অব্যাহত আছে। কৃষিজমি দিনে দিনে কমে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বাস্তবতায় পারিবারিক কৃষির নিজস্ব চেহারা ও মেজাজ নিয়ে টিকে থাকা কঠিন।

খাসি, লেঙ্গাম, মান্দি, হাজং, কোচদের মতো কিছু আদিবাসীদের মাতৃসূত্রীয় ধারা থাকলেও বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা প্রবল পুরুষতান্ত্রিক। তো একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পারিবারিক কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণকে সবসময় মূল্যায়ণ করা হয় না এবং এমনকি পারিবারিক পর্যায়ে শিশু, প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের কৃষিকাজে নানামুখী অংশগ্রহণও সমসময় সমান মর্যাদাপূর্ণ নয়। সমাজে বিদ্যমান এমন বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোও পারিবারিক কৃষির নানা কাজে প্রকাশিত হয় এবং পারিবারিক কৃষির সমন্বিত বিকাশ ব্যহত হয়।

জেন্ডার সমতা, নারীর অধিকার, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, স্থায়িত্বশীল পানিব্যবস্থাপনা, কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জীবনযাত্রার বহুমুখীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার প্রবেশাধিকার এবং কৃষক সংগঠনকে সহযোগিতা এই সাতটি বিষয়কে বাংলাদেশে টেকসই কৃষিচর্চার ক্ষেত্রে বিবেচনা করেছেন অনেকে। বিশেষত দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, যুক্ততা ও ক্ষমতায়ন সবচে বেশি জরুরি।[৫১] জনগোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগসমূহ বিশেষত স্বনির্ভর ও সক্রিয় সংগঠিত কৃষকশক্তি পারিবারিক কৃষির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অন্যতম প্রধান দুই লক্ষ্যকে (লক্ষ্য–১: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান এবং লক্ষ্য–২: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার) পূরণে সহায়ক।[৫২] পারিবারিক কৃষির সংকটকে বোঝার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কৃষি পরিসরে নিচের ১৫টি প্রধান বিষয় তলিয়ে দেখা জরুরি:

১. কৃষক ও জুমিয়ার আত্মপরিচয় সংকট;
২. কৃষিকাজকে ঐতিহাসিকভাবে মর্যাদাহীন পেশা হিসেবে বিবেচনা করা;
৩. কৃষিকে কেবলমাত্র বাজার ও মূলত: একক শস্যের উৎপাদনের হিসাবে বিবেচনা করা;

৪৯. *ভূমি সংস্কার অভিযান ১৯৮৭, নম্বর ভূমি–কোষ/১–১/১৭, তারিখ ১/৭/৮৭, ভূমি সংস্কার সেল, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৪১ নং ধারা–ক,খ,গ)*

৫০. *পূর্বোক্ত। ভূমিকা*

৪. কৃষি কোনো লাভজনক পেশা নয়;
৫. কৃষিজমির বিচারহীন বেদখল ও অকৃষিখাতে এর ব্যবহার;
৬. জমির মালিকানাজনিত জটিলতা ও নিরাপত্তাহীনতা;
৭. কৃষিপ্রতিবেশবিরুদ্ধ গ্রামীণ অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব;
৮. গ্রামীণ সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে রাখা;
৯. পারিবারিক কৃষিজর জন্য সহায়ক নীতি ও কর্মসূচির অভাব;
১০. ভূমি ও কৃষিসংস্কারকে দেশের সামগ্রিক কৃষিপ্রশ্ন হিসেবে না দেখা;
১১. পারিবারিক কৃষি বিকাশে উপযোগী কৃষিপাঠ্যক্রম ও কারিগরি শিক্ষার অভাব;
১২. পারিবারিক কৃষি বিকাশে সক্রিয় রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা ও বাজেটের অভাব;
১৩. গ্রাম ও শহরের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কৃষিতে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা কমে যাওয়া;
১৪. পারিবারিক কৃষি বিকাশে কৃষক, উৎপাদক, ক্রেতা, বিক্রেতা ও ভোক্তার ভেতর পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্ক তৈরি না হওয়া;
১৫. উপযোগী কৃষক সংগঠন ও সক্রিয় কৃষিঐক্য না থাকা।

৫১. *বিস্তারিত দেখা যেতে পারে: SUSTAINABLE FAMILY FARMING AGRICULTURE IN SOUTH ASIA THROUGH PARTNERSHIPS, 2019, VOLUME 9 • NUMBER 1, This issue paper is based on the proceedings of the workshop entitled: "South South Cooperation Forum in South Asia : Promoting Sustainable Family Farming Agriculture To Achieve SDG1 and 2", held last December 14-16, 2017 in Kathmandu Nepal, and participated by 70 representatives of government agencies, nongovernment organizations, farmers' and fishers' organizations, and scholars from six South Asian countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka) as well as from international development partners (FAO), and regional organizations SAARC Secretariat and SAARC Agriculture Center. The forum was primarily supported by the UN Food and Agriculture Organization, with small complementary funding from Global Agriculture Food Security Program (GAFSP), FAO-Forest and Farm Facility (FFF) and World Rural Forum, January 2019*

৫২. *এসডিজি বিষয়ে বিস্তারিত দেখার জন্য ক্লিক করুন: https://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/e580bcfa_cf02_443e_91f9_55e980f256e8/SDGs%20Bangla%20Book_Final.pdf*

কর্পোরেট বিশ্বায়ন, বহুজাতিক দরবার ও পারিবারিক কৃষি

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০০৮ সালের জরিপ অনুযায়ী দুনিয়ার ৬ ভাগের একভাগ মানুষ চরম ক্ষুধার ভেতর বসবাস করে। উক্ত সংস্থাটি ২০০৯ সনের এক ঘোষণাপত্রে ২০৫০ সনের ভেতর বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য চাহিদার ৭০ ভাগ জোগান নিশ্চিতকরণের ঘোষণা দিয়ে। খাদ্য নিরাপত্তার রাজনৈতিক অর্থনীতি ব্যাখা করতে গিয়ে আন্দ্রা ও অন্যান্যরা (২০১২) দেখিয়েছেন, বাণিজ্যের কর্তৃত্ব খাদ্য নিরাপত্তাকে সরাসরি হুমকির মুখে রাখে। কারন এর সাথে আমদানি-রফতানির দেনদরবার, উৎপাদনের নানান শর্ত, বিভিন্ন রকম বাণিজ্য বাঁধা জড়িত। আন্তজার্তিক বাণিজ্যের বিষয়গুলো জাতীয় সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে প্রভাবিত করে।[৫৩] ষাটের দশকের তথাকথিত সবুজ বিপ্লব এবং চলতি সময়ের জিনবিপ্লব মূলত সারা দুনিয়ার কৃষিকে একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণের কৌশল জারি রেখেছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মুনাফার স্বার্থে জাতিরাষ্ট্রসমূহকে ব্যবহার করে তাদের কৃষিনীতি ও আইনকে তাদের মতো করে সাজাতে বাধ্য করে।

দুনিয়ার ৭০০ মিলিয়ন খাদ্য-উৎপাদক কৃষকের কাছে উৎপাদিত খাদ্য উচ্চমূল্যের, যা কেনার সামর্থ্য তাদের নেই।[৫৪] কারণ কৃষিউৎপাদনের শেষ উৎপাদটি অনিবার্যভাবে বৃহৎ কর্পোরেট কোম্পানির কাছে চলে যায়, যারা বৈশ্বিক কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আন্তজার্তিক বাণিজ্যনীতিসমূহ কোনোভাবেই পরিবেশ ও পুষ্টির বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে পারে না। এককভাবে জলবায়ু পরিবর্তন আগামী বিশ্বের খাদ্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ হুমকি।[৫৫] যদিও খাদ্য নিরাপত্তার সকল শর্ত ও নজরদারিকে এড়িয়ে সমসাময়িককালে 'জলবায়ু বিপর্যয়ের' ঘাড়ে সকল দোষ চাপিয়ে দেয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় আন্তজার্তিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এজেন্সিসমূহও

৫৩. *Andrea Woolverton, Anita Regmi and M. Ann Tutwiler. 2012, The political economy of food security, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Switzerland*

৫৪. *Olivier De Schutter. 2009, International Trade in Agriculture and the Right to Food Dialogue Globalization, OCCASIONAL PAPERS, GENEVA, This paper expands on a report presented to the Human Rights Council session of March 2009 by Prof.Olivier De Schutter, the UN Special Rapporteur on the right to food, following his mission to the World Trade Organisation (A/HRC/10/005/Add.2)*

৫৫. *Olivier De Schutter. 2009, International Trade in Agriculture and the Right to Food Dialogue Globalization, OCCASIONAL PAPERS, GENEVA, This paper expands on a report presented to the Human Rights Council session of March 2009 by Prof.Olivier De Schutter, the UN Special Rapporteur on the right to food, following his mission to the World Trade Organisation (A/HRC/10/005/Add.2)*

তাদের ক্ষমতার অন্যায় বাহাদুরি ঢাকতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণকে দাঁড় করাচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকও এক বিবরণীতে জানাচ্ছে, খাদ্যমূল্যের ওঠানামা যা বৈশ্বিক মূল্য উর্ধগতি ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করছে তা বৈশ্বিক উষ্ণতারই ফলাফল।[৫৬]

খাদ্য নিরাপত্তা প্রশ্নে শস্যের জাতবৈচিত্র্য রক্ষা করা জরুরি, চলমান সময়ে সারা দুনিয়া মাত্র ১২ প্রজাতির উদ্ভিদের উপর তার খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল। এ কথা স্বীকৃত যে, গ্রামীণ জনগণ তাদের চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে মনোযোগী। অবশ্য তাদের কাছে এছাড়া আরো অনেকরকম বিকল্পও নেই। প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের এক জটিল মিথষ্ক্রিয়া, জীবনব্যবস্থা ও টিকে থাকার কৌশল, সম্পদ ব্যবহার ও সরবরাহের রাজনীতি এবং উন্নয়নের প্রভাব সবকিছুই খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত।[৫৭] কর্পোরেট বহুজাতিক নিয়ন্ত্রণে খাদ্য নিরাপত্তার মূল উৎস স্থানীয় প্রাণসম্পদ চলে গেলে একটি দেশের পক্ষে কেবল খাদ্য গ্রহণ করা ত্রাণ গ্রহণ করারই সামিল হয়, তা কখনোই দেশের বৈচিত্র্যময় খাদ্য সম্পর্ক এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না। কেবলমাত্র ফসল চাষ নয়, আমাদের কি আদিবাসী এলাকায় কি বাঙালি এলাকায় কুড়িয়ে পাওয়া বা বন জংগল থেকে সংগ্রহ করা খাদ্য উৎস দিয়েও আমাদের বৈচিত্র্যময় খাদ্য সংস্কৃতি বিরাজিত। আর চাষবাস ও সংগ্রহ এসব নানাকিছু মিলেই আমাদের পারিবারিক কৃষি। দেশের জনগণের খাদ্য সংস্কৃতিকে সামাজিক-ধর্মীয়-জাতিগত-প্রতিবেশগত ভাবে বিবেচনা না করে কখনোই পারিবারিক কৃষির বিষয়টিকে জাতীয় কৃষি উন্নয়নচিন্তায় যুক্ত করা সম্ভব নয়।

পশ্চিম আফ্রিকার গ্রামীণ জীবন ও নগরের খাদ্য নিরাপত্তা এবং নয়াউদারবাদী নীতির সম্পর্ককে বুঝতে গিয়ে মোসলে ও অন্যান্যরা (২০০০) এক গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, মুদ্রা তহবিল ও মুক্তবাজার-সমূহ কিভাবে শহরের মানুষের খাদ্যের জন্য গ্রামীণ খাদ্য উৎপাদনকারীর ওপর বৈশ্বিক খাদ্যনীতি চাপিয়ে দেয়। যা ক্রমান্বয়ে উৎপাদন নয় একটি দেশকে আমদানিনির্ভর খাদ্য বাজারের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে।[৫৮] এলেন ও মার্ক (২০০৬) বিশ্বায়ন ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের সাথে খাদ্য অনিরাপত্তার সম্পর্ক বিষয়ে এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, বিশ্বায়নের ফলে মুক্তবাণিজ্য প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন, বাজার ও খাদ্য রফতানির ওপর প্রভাব তৈরি করে যা খাদ্য-সম্পর্কিত সংঘাতকে উসকে দেয় যা পর্যায়ক্রমিকভাবে খাদ্য অনিরাপত্তা তৈরি করে।[৫৯] প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের কোনো কৃষিপরিবার বা তাদের পারিবারিক কৃষিখামারগুলো এই বৈশ্বিক বাজারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। বেগুনের আদি জন্মভূমি বাংলাদেশের ওপর জোর করেই বিটিবেগুনের মতো জেনেটিক ফসল চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন এই প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন দেখা গেছে, গ্রামীণ পরিবারের সকল সদস্য এই প্রকল্প সম্পর্কে জানেন না, শুধুমাত্র পরিবারের পুরুষ সদস্যকে দিয়ে জোর করে এই বেগুন চাষ করানো হয়েছিল। অথচ বেগুনের মতো ফসল ঐতিহাসিকভাবেই পারিবারিক কৃষি ফসল।

৫৬. *Framework Document for proposed loans, credits, and grants in the amount of US$ 1.2 billion equivalent for a Global Food Crisis Response Program (GFRP), 29 May 2008, at 6.*

৫৭. *Baro, Mamadou. 2002, Food Insecurity and Livelihood Systems in Northwest Haiti, Vol.9, Journal of Political Ecology, p-30-31*

৫৮. *Moseley, W.G., J. Carney and L. Becker. 2010. "Neoliberal Policy, Rural Livelihoods and Urban Food Security in West Africa: A Comparative Study of The Gambia, Côte d'Ivoire and Mali." Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 107 (13) 5774-5779*

৫৯. *Ellen Messer and Marc. J. Cohen. 2006, Conflict, Food Insecurity, and Globalization, FCND Discussion Paper 206, FOOD CONSUMPTION AND NUTRITION DIVISION, International Food Policy Research Institute (IFPRI)*

পারিবারিক কৃষির উৎপাদনসমূহ শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়, এখানে গবাদিপ্রাণিসম্পদ এবং চারপাশের প্রাণিজগতের কথাও বিবেচনা করতে হয় কৃষিপরিবারকে। কারণ গ্রামীণ একটি কৃষিপরিবার নিজেদের গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-শুকর-ভেড়া-কবুতরকে তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্য মনে করে। তাই তারা বাৎসরিক কৃষি উৎপাদনে পরিবারের মানুষ ও প্রাণিসম্পদের খাদ্য উৎপাদনকে যৌথভাবে বিবেচনা করে। কিন্তু বাজারনির্ভর কৃষি কেবলমাত্র মানুষ বা কেবলমাত্র প্রাণিসম্পদের একক খাদ্য উৎপাদন হিসেবেই কৃষি উৎপাদনকে দেখে।

পারিবারিক কৃষি উৎপাদনের কোনো ন্যায্য বাজার নেই। যদিও পারিবারিক কৃষি উৎপাদনের অধিকাংশই পারিবারিক চাহিদায় ব্যয় হয়, কিন্তু তারপরও কিছু বাড়তি উৎপাদন বিক্রির জন্য যখন কৃষি পরিবার বাজারে যায় তখনই তাদের নানাভাবে হেনস্থা হতে হয়। পারিবারিক কৃষিতে সকলেই নানাভাবে শ্রম দেয়, কিন্তু কোনো উৎপাদন বিক্রির ক্ষেত্রে যে ধরণের লোকসান ও ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে তুলতে আবারো পরিবারের সদস্যদের এক কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। গ্রামীণ সমাজে বারাকাত (২০০৬) তার একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে খাদ্য-বাজার। তিনি দেখিয়েছেন, ২০০১-২০০৬ এই পাঁচ বছরে সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে জনগণের কাছ থেকে মোট প্রায় ২৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে। এ লুটের ৬৮ ভাগ ঘটেছে খাদ্য খাতে আর ৩২ ভাগ ঘটেছে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে। মোট লুটের ৭২ ভাগ ঘটেছে গ্রামে আর ২৮ ভাগ শহরে। ১৪ কোটির মধ্যে ১৩ কোটি মানুষ এই লুটের শিকার হয়েছেন।[৬০] উৎপাদক ও ভোক্তার ভেতর যদি স্থানিক ক্রয়-বিক্রয়ের টেকসই সম্পর্ক তৈরি করা যায় যেখানে কৃষক স্থানীয় এলাকাতেই তার উৎপাদন বিক্রি করতে পারে তবে তা উভয়ের জন্যই সুফল বয়ে আনে আর এই কৌশল[৬১] পারিবারিক কৃষিকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখে।

৬০. *বারকাত, আবুল। ২০০৬, বাংলাদেশে কৃষি-ভুমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, এএলআরডি, নিজেরা করি ও সমতা আয়োজিত 'বাংলাদেশের কৃষি ও ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি : উন্নয়ন সম্ভাবনার নূতন দিগন্ত' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের মূল প্রবন্ধ, ঢাকা, পৃ.১৬ (তবে এটি ২০০৬ সনেই আবুল বারাকাতের 'মূল্য সন্ত্রাস ও সংশ্লিষ্ট লুট : বিএনপি-জামাত সরকারের পাঁচ বছর' শীর্ষক একটি গবেষণা)*

৬১. *ECLAC-FAO-IICA BULLETIN, Short food supply chain as an alternative for promoting family agriculture, বিশ্ব খাদ্য সংস্থার একটি প্রতিবেদনে একে Short food supply chain হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।*

পারিবারিক কৃষিবান্ধব নীতি

বাংলাদেশে কৃষির উৎকর্ষের বিষয়ে অনেকেই সমন্বিত কৃষির প্রস্তাব[৬২] করেন। ফারুক ও অন্যান্যরাও (২০১১) বাংলাদেশের টেকসই কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতিগ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৬৩] কিন্তু বাংলাদেশের কৃষিনীতিসমূহ পারিবারিক কৃষিধারাকে গুরুত্ব দেয়নি। জাতীয় কৃষিনীতি ১৯৯৯, জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩ এবং সর্বশেষ জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় পারিবারিক কৃষি নয়, বরং বাংলাদেশ কৃষিতে একজন ব্যক্তি কৃষকের অবদান ও সক্ষমতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখে। জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ এর ৩.৩.৮ ধারায়[৬৪] উল্লেখ করা হয়েছে, '*...প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণার জন্য চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত কৃষিজমি জনবসতির জন্য ব্যবহারকে নিরুৎসাহিতকরণ এবং বিকল্প হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ন/গুচ্ছগ্রাম/গ্রোথসেন্টার ইত্যাদিকে উৎসাহিতকরণ।*' তার মানে রাষ্ট্র পারিবারিক কৃষির একটি পন্থা হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামারের মতো প্রকল্পকে দেখে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে পারিবারিক কৃষি তাদের ঐতিহাসিক জীবনধারা, কোনো বিশেষ প্রকল্প নয়।

পারিবারিক কৃষির প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে না দেখলেও বাংলাদেশের 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' একটি বহুল পরিচিত গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশল। 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের' ওয়েবসাইট[৬৫] থেকে জানা যায়, পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাছাই করে ০১ লক্ষ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় আনা এই প্রকল্পের একটি লক্ষ্য। আত্ম-কর্মসংস্থানে পুরুষের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাও এই প্রকল্পের লক্ষ্য। দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪ টি জেলা, ৪৯০ টি উপজেলা, ৪ হাজার ৫৫০টি ইউনিয়নের ৪০ হাজার ৯৫০টি ওয়ার্ডে এই প্রকল্পটি

৬২. Mamun, Shamim Al, Fouzia Nusrat and Momota Rani Debi, 2011, Integrated Farming System: Prospects in Bangladesh, J. Environ. Sci. & Natural Resources, 4(2): 127-136, 2011 ISSN 1999-7361,এরকম আরো গবেষণা ও লেখালেখি আছে যেখানে সমন্বিত কৃষির কথা বলা হয়েছে মূলত কৃষিকাজ ও শস্যের ধরণকে বিবেচনা করে কিন্তু সেসব প্রস্তাবে কৃষকের সামাজিক বাস্তবতা ও পারিবারিক কৃষির প্রসঙ্গগুলো অনুপস্থিত।

৬৩. Faroque, M.A.A., M.A. Kashem and S.E. Bilkis, 2011, SUSTAINABLE AGRICULTURE: A CHALLENGE IN BANGLADESH, Int. J. Agril. Res. Innov. & Tech. 1 (1&2): 1-8, December, 2011 Available online at http://www.ijarit.webs.com

৬৪. দেখুন: জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮, ধারা: ৩.৩.৮, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

৬৫. বিস্তারিত দেখুন 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের নিজস্ব ওয়েবসাইট'। এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা হয়েছে ২০ ডিসেম্বর ২০১৮। ক্লিক করুন: http://www.ebek-rdcd.gov.bd/site/page/da340399-e912-46a4-a262-e01c4917cd28/-

বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবারভিত্তিক প্রকল্পটি পরিচালিত হলেও দেশের বহমান পারিবারিক কৃষিধারাকে এই প্রকল্পে মূল্যায়ণ করা হয়নি এখনো। বরং এই প্রকল্পটি দেশের ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক কৃষিধারাকে সমুন্নত রাখতে নানামুখী ভূমিকা রাখতে পারে।

পারিবারিক কৃষিধারার কৌশল ও পন্থাগুলোকে না বদলালে তা কোনোভাবেই বহুজাতিক বাজার ও কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণকে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে পারবে না এবং এর জন্য জরুরি এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।[৬৬] বগস ও থালে (২০১৩) মেক্সিকো ও আমেরিকার পারিবারিক কৃষিতে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনাকে ব্যাখা করে জানান, পারিবারিক কৃষির জন্য অবশ্যই ক্ষুদ্রকৃষকবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ জরুরি।[৬৭] পারিবারিক খামার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এখনও অনেক রকমের গাইডবইও[৬৮] দেখা যায়। বলিভিয়া, ব্রাজিল, ভারত, পাকিস্থান, কেনিয়া, সেনেগাল, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ঘটনা ব্যাখা করে বিল ভরলি (২০০২) এক প্রতিবেদনে[৬৯] জানান, টেকসই পারিবারিক কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগ্রহণ ও সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরি। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক পারিবারিক কৃষির ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই কৃষিধারাকে মজবুত করতে এখনো কোনো রাষ্ট্রীয় বিবেচনা তৈরি হয়নি। প্রয়োজন পারিবারিক কৃষিবান্ধব নীতিমালা এবং রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা। তবে এটি অবশ্যই স্মরণে রাখা জরুরি কেবলমাত্র রাষ্ট্র পারিবারিক কৃষিধারাকে জিইয়ে রাখতে পারে না, এর জন্য সমাজে ঘটমান সকল পরিবর্তনশীলতার ধরণ ও কারিগরিকে বিশ্লেষণ করা জরুরি। জরুরি দেশের পারিবারিক কৃষিধারার চলমান স্বরূপকে বোঝা এবং এর সংকটকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে এর টিকে থাকার শক্তি থেকে পারিবারিক কৃষি বিকাশের সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করা জরুরি। পারিবারিক কৃষিধারাই পারে চলমান নানামুখী সংকট থেকে আমাদের মনোসামাজিক, শারিরীক, প্রতিবেশীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষা দিতে। তাই, পারিবারিক কৃষির কর্তৃত্বহীন বিকাশে আমাদের সকলের মানবিক সক্রিয়তা জরুরি।

৬৬. Calus, M.; Van Huylenbroeck, G. (2010). The Persistence of Family Farming: a Review of Explanatory Socio-economic and Historical Factors. Journal of Comparative Family Studies Volume XXXXI (5) 639-660.

৬৭. Boggs, Clay and Geoff Thale, 2013, Government Investment in Family Agriculture New Opportunities in Mexico and Central America, Washington Office on Latin America (WOLA), May 2013

৬৯. এই বইটি অনলাইনে পাওয়া যায়: Soldan, Jim and Lorne Owen. A Guide for Developing Best Practices For Farming with Family : Achieving Success in the Family Farm Business... Improving Communication and Decision Making

৬৯. দেখুন: Bill Vorley with the Sustainable Agriculture and Rural Livelihoods Programme of the International Institute for Environment and Development (IIED) and Partners in Africa, Asia, Australia and Latin America, 2002, Sustaining Agriculture : Policy, Governance, and the Future of Family-based Farming, A Synthesis Report of The Collaborative Research Project 'Policies That Work For Sustainable Agriculture and Regenerating Rural Livelihoods, This research was funded by the International Institute for Environment and Development (IIED), London, under the Sustainable Agriculture and Rural Livelihoods (SARL) Programme, "Policies that Work for Sustainable Agriculture and Regenerated Rural Economies" (PTW) Project.

পারিবারিক কৃষির চলমান রূপ: অংশগ্রহণমূলক সমীক্ষা, ডিসেম্বর ২০১৮

বাংলাদেশের বরিশাল, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, রাজশাহী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ’ ১১টি জেলার ১৪টি উপজেলার ৪৪টি ইউনিয়নের ৮৬টি গ্রাম থেকে পারিবারিক কৃষির চলমানচিত্রটি বোঝার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমতল, পাহাড়, গড়, বরেন্দ্র, হাওর জলাভূমি, উপকূল, চর মতো ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুসংস্থানে বিন্যস্ত সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত এই অঞ্চলগুলি বাংলাদেশের ত্রিশটি প্রধান কৃষিপ্রতিবেশঅঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে।

	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
১	বরিশাল	সদর	চর মোনাই, চরকাউয়া
২	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট	ঘোড়াঘাট
৩	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	কাটাবাড়ি, গাইবান্ধা
৪	রাজশাহী	মোহনপুর	কেশরহাট পৌরসভা, রায়ঘাটি,
৫	কুমিল্লা	বুড়িচং, আদর্শ সদর	জগন্নাথপুর, গলিয়ারা, পাঁচথুবী, মোকাম, পূর্ব জোরকানন
৬	লক্ষ্মীপুর	সদর	ভবানীগঞ্জ, লাহারকান্দি, কুশাখালী, পার্বতীনগর, শাকচর
৭	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী, পটিয়া	আহলা, ইমামুল্লাহচর, শাকপুরা, বাহুলী, সারোয়াতলী, ধোরলা, জৈষ্ট্যপুরা, আমুচিয়া
৮	খাগড়াছড়ি	সদর	কমলছড়ি, গোলাবাড়ী, পেরাছড়া, খাগড়াছড়ি,
৯	কিশোরগঞ্জ	সদর, হোসেনপুর	বয়লা, শোলাকিয়া, পাকুন্দিয়া, গোবিন্দপুর, আড়াইবাড়িয়া
১০	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং	২নং বানিয়াচং, ৩নং বানিয়াচং, ৪নং বানিয়াচং
১১	সুনামগঞ্জ	খালিয়াজুরি	শাল্লা

সারণী ১: সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত অঞ্চলসমূহ

৮৬টি গ্রামের কৃষিপরিবারের ভেতর থেকে মোট ৮৯৯ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে , যার মধ্যে নারী ১৮৪ জন এবং পুরুষ ৭১৫ জন্য (চিত্র-০১)। দৈব নমুনায়ন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয়েছে। স্তরীভূত এই নমুনাকে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কৃষিচর্চার ধরণ, পেশাবৈচিত্র্য, লিঙ্গাবৈচিত্র্য এবং অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসকে বিবেচনা করা হয়েছে।

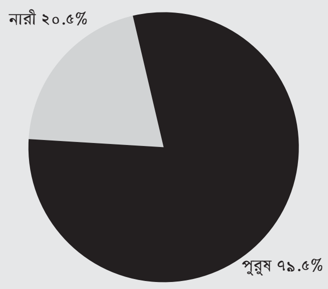

চিত্র-০১ : অংশগ্রহণকারীদের লিঙ্গাভিত্তিক বিভাজন

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানা পরিবারগুলোর গড় বাৎসরিক আয় ৮৩,৫০২ টাকা। গড় আয়ের কম আয় করে ৫৪৯টি পরিবার (৪০০০- ৮২০০০) গড় আয় থেকে বেশি আয় করে ৩১৫টি পরিবার।

৮৯৯ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৪৬ জনের পেশা রয়েছে এবং এদের মধ্যে ৬১৫ জনের (৬৮.৬১%) প্রাথমিক পেশা কৃষিকাজ। অন্যদিকে ২৫৩ জনের দ্বিতীয় একটি পেশা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ১১৫ জন (৪৫.৪৫%) দ্বিতীয় পেশা হিসেবে কৃষিকাজ করেন। এছাড়াও অনেকে প্রথম পেশা এবং দ্বিতীয় পেশা হিসেবে ক্ষুদ্র ব্যবসা, কাঠমিস্ত্রি, কবুতরখামার, আইনজীবী, অটোচালক, গৃহিনী, চাকুরি, ছাগলের খামার, গাড়িচালক, গরুপালন, দর্জি, দিনমজুর, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চাকুরি, পোল্ট্রি খামার, প্রবাসী, ব্যবসা, ভ্যানচালক, মৎস্য চাষ, রাজমিস্ত্রি, রিক্সাচালক,

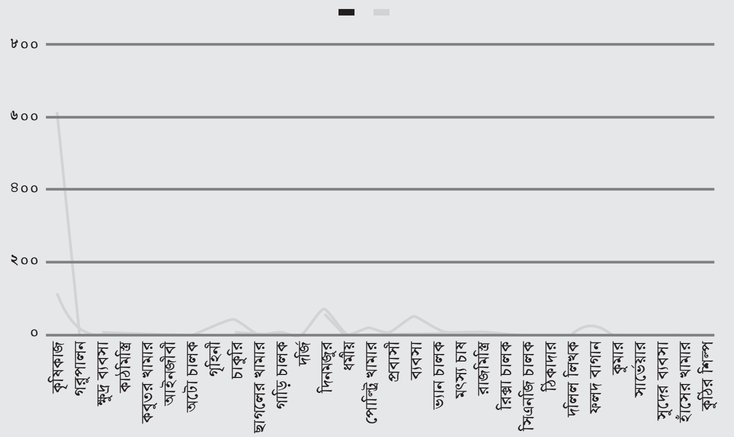

চিত্র ২: অংশগ্রহণকারীদের পেশা

সিএনজিচালক, ঠিকাদারী, দলিল লিখক, ফলদ বাগান, কুমার, সার্ভেয়ার, সুদের ব্যবসা, হাঁসের খামার ও কুটিরশিল্পের কাজ করেন।

সমীক্ষায় দেখা যায়, ৮৯৯ জনের ভেতর সব মিলিয়ে নিজস্ব একফসলী জমি আছে ১৮৬.১৮ একর, দুইফসলী জমি ১৮৪.৭৪ একর, তিনফসলী জমি ৫১.৯০ একর এবং কৃষিকাজে নিজস্ব বাড়ির আঙিনা ব্যবহৃত হয় ৪১.৪০ একর। অংশগ্রহণকারীরা মোট ১৫২.২৫ একর একফসলী জমি বন্ধক/বর্গা নিয়ে আবাদ করছেন, দুইফসলী বর্গা নিয়েছেন ২৩৮.০১ একর এবং বন্ধন নেয়া তিনফসলী জমির পরিমাণ ৯.১৯ একর। অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব বা বর্গা নেয়া জমির পরিমাণ খুব বেশি একটা নেই। এদের ভেতর একফসলী জমির সর্বোচ্চ মালিকানা ১০ একরের, দুইফসলী ১২ একর, তিনফসলী ৪ একর এবং বাড়ির আঙিনায় সর্বোচ্চ এক একর জমি আছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ৮৯৯ জনের ভেতর একফসলী জমির গড় মালিকানার পরিমাণ ০.২১ একর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ০.২১ একর, তিনফসলী জমি ০.০৬ একর এবং বাড়ির আঙিনায় ০.০৫ একর।

অংশগ্রহণকারীদের প্রথম পেশা ও দ্বিতীয় পেশা একত্র করলে দেয়া যায় মোট ৮২১ জন কৃষিকাজের সাথে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত (মাছচাষ, গরুপালন, হাঁসেরখামার, পোল্ট্রিখামার, কবুতরপালন, ফলদ বাগানসহ)। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই কৃষিকাজের যুক্ত থাকলেও সকলের কৃষিতে যুক্ততার ইতিহাস একরকম নয়। এর মধ্যে ৬০২ জন বংশানুক্রমে কৃষিতে এসেছেন।

গ্রামে অন্য কোনো কাজ না পেয়ে কৃষিকাজ করছেন ১১৬ জন, অভাবের কারণে এই কাজ করছেন ১৮জন, পারিবারিক অস্বছলতার কারণে কৃষিপেশায় যুক্ত হয়েছেন ৬৯জন, শখের বসে ২জন। নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামী বিদেশে যাওয়া, স্বামীকে সাহায্য করা, স্বামীর অসুস্থতা ও মৃত্যুর পর কৃষিকাজ করছেন ১৩ জন। তবে ৮৯৯টি পরিবারের সকলেই বাড়ির আঙিনায় চাষাবাদ করে থাকে।

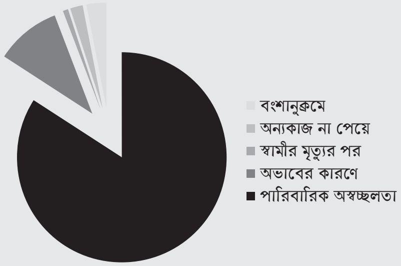

প্রথম বা দ্বিতীয় পেশা হিসেবে কৃষিকাজ করছেন এমন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৭৮ (৬৫.৪৮ শতাংশ) জন অন্য পেশায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন নানা সময় কিন্তু ২৫২ জন (৩৪.৫১ শতাংশ) কখনো অন্য কোন পেশায় যাওয়ার চেষ্টা করেননি। সমীক্ষা অঞ্চলের মানুষেরা কৃষিকে তাদের বেঁচে থাকার মুল রসদ হিসেবে দেখেন। শত বঞ্চনা ও ঝঞ্ঝাকে সামাল দিয়ে তারা প্রাণের কৃষিকে আগলে বাঁচতে চান। অংশগ্রহণকারীদের ভেতর ৪৮১ জন (৬৫.৮৯%) বলেছেন যদি অন্য কোন ভালো

কাজ পান তাহলেও তারা কৃষিকাজ চালিয়ে যাবেন। অন্যদিকে ৩৪.১১ শতাংশ (২৪৯ জন) মতামত দিয়েছেন এমন কোনো ভাল কাজ পেলে তারা কৃষিকাজ ছেড়ে দিবেন। ৭৩০ জন কৃষকের মধ্যে ৫৬.৯৯ শতাংশ বাইরে থেকে শ্রমিক নেন না। আর ৪৩.০১ শতাংশ কৃষক খামারে কাজের জন্য বাইরে থেকে শ্রমিক নেন।

অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর খামারের মাসিক গড় আয় ৭৩৩১ টাকা। এর মধ্যে ০-১০০০ মাসিক টাকা আয় হয় ১৯৩ পরিবারের, ১০০১-৪০০০ আয় হয় ১০৫ পরিবারের, ৪০০১-৭০০০ মাসিক আয় হয় ১৫৫ পরিবারের, ৭০০১-১০০০০ আয় হয় ১৫৪ পরিবারের, ১০০০১-২০০০০ আয় হয় ৮০ পরিবারের, ২০০০১ -৪০০০০ আয় হয় ২১ পরিবারের, ৪০০০১-উর্ধে আয় হয় ২২ পরিবারের।

#	খামার থেকে মাসিকআয়	পরিবারসংখ্যা
১	০-১০০০	১৯৩
২	১০০১-৪০০০	১০৫
৩	৪০০১-৭০০০	১৫৫
৪	৭০০১-১০০০০	১৫৪
৫	১০০০১-২০০০০	৮০
৬	২০০০১ -৪০০০০	২১
৭	৪০০০১-উর্দ্ধে	২২

সারণী ২: খামার থেকে মাসিক আয়

প্রথম বা দ্বিতীয় পেশা হিসেবে কৃষিকাজ করছেন এমন পরিবারগুলোর মধ্যে ৬০৭টি পরিবার (৮৩.১৫%) বলেছেন তাদের খামারের আয় পারিবারিক চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। তবে ১২৩টি পরিবার (১৬.৮৫) বলেছেন খামারের আয় তাদের পারিবারিক চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট। অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, তাদের খামারে কৃষিকাজের জন্য তারা অন্য জায়গায় কাজ করে, আয়ের অংশ থেকে, কৃষিআয় থেকে, কৃষি এবং ইটভাটা থেকে, ঋণ করে কিংবা পরিবারের সদস্যদের প্রবাসী আয় দিয়ে কৃষিকাজে বিনিয়োগ করেন।

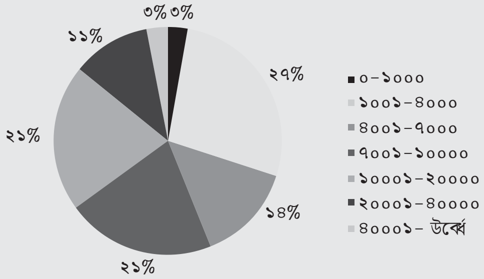

চিত্র ৩: অংশগ্রহণকারীদের মাসিক আয়

অংশগ্রহণকারীদের ভেতর প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিকাজের চর্চার চল কমে যাচ্ছে। এদের ভেতর নিবিড় জৈব পদ্ধতি চাষাবাদ করেন ৬৭ জন কৃষক। রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন ১৬১ জন এবং উভয়

পদ্ধতি ব্যবহার করেন ৫০২ জন কৃষক।

অংশগ্রহণকারীদের ভেতর কৃষি উৎপাদন পণ্য বাজারে নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন ৫৮৮ জন কৃষক। আর ১৪২ জন কৃষক তাদের উৎপাদন নিজেরা বাজারে নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না।

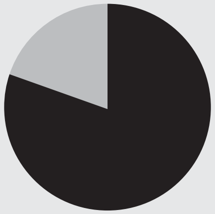

চিত্র ৪: উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে কৃষকদের মতামত

মোট অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশি কৃষিবিষয়ক উপকরণ ও সেবা সম্পর্কে পযাপ্ত তথ্য পাননা। ২৯.৩২ শতাংশ এই বিষয়ক তথ্য পেয়ে থাকেন।

পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সচরাচর উৎপাদনমূলক কাজের বিবরণে নারীর অংশগ্রহণ এবং ভূমিকাকে উপেক্ষা ও আড়াল করা হয়। কিন্তু চলতি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৬৮.৩০ শতাংশ অংশগ্রহকারী কৃষিতে নারীর অবদান সমর্থন করে বলেছেন নারীরা কৃষিতে সময় দেয়। পাশাপাশি ৩১.৭০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন নারীরা কৃষিতে সময় দেন না। সমীক্ষা অঞ্চলের মানুষের মতে, নারীরা কৃষিক্ষেত্রের অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য কাজ নিজের হাতে সামলান। যেমন, ফসল শুকানো, হাঁসমুরগি পালন, বীজবপন, ধানমাড়াই, চাল তৈরি, ফসল তোলা, গবাদিপশুকে খাবার দেওয়া ও দেখাশোনা করা এবং নানা ধরণের বীজ সংরক্ষণ এই কাজগুলি মূলত নারীরাই করেন বলে মতামত দিয়েছেন অংশগ্রহণকারীরা।

বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে পরিবারের নারী-পুরুষ, শিশু-প্রবীণ সকলেই কৃষিকাজের নানা স্তরে ও ধাপে অংশ নেয় এবং সকলের ভূমিকাই কোনো না কোনোভাবে কৃষির সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্ব বহন করে। চলতি সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করা হয়েছিল 'আপনার পরিবারের শিশুরা কি কৃষিতে শ্রম দেয়?' অংশগ্রহণকারী সকলেই বলেছেন তাদের পরিবারের শিশুরা কোনো না কোনোভাবে কৃষিতে সময় দেয়। এর মধ্যে ৪৮৬ জন (৫৪.০৬ শতাংশ) বলেছেন শিশুরা কৃষিতে সময় ও শ্রম দেয়। তারা জানান, এই শিশুরা মূলত বাড়ির আঙিনায় চাষাবাদে বেশি শ্রম দেয়। ৩৮৮ জন (৪৩.১৬ শতাংশ) বলেছেন শিশুরা সময় দেয় না এবং ২৫টি (২.৭৮ শতাংশ) খানায় কোন শিশু না থাকায় কোন মতামত পাওয়া যায়নি। অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, শিশুরা গাছ লাগানো, গাছে পানিদেয়া, হাঁস-মুরগীর খাবার দেয়া, সবজি ও ফলদ বাগানের পরিচর্যা করা, চাল পরিষ্কার করা, ধানকাটা ও মাড়াই করার কাজে সময় দেয়।

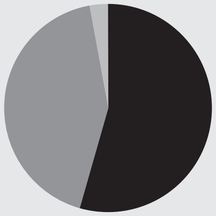

চিত্র ৫: শিশুরা কি কৃষিতে সময় দেয়?

আলাপ শুরু হোক ...

সামগ্রিকভাবে চলতি সমীক্ষাটি দেখতে পেয়েছে বাংলাদেশের কৃষির নিজস্ব পরিচয় বোঝাতে কৃষিকে এখনো একটি পারিবারিক কাজ হিসেবেই দেখেন বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ। তারা কৃষিতে নারী-পুরুষ, শিশু-প্রবীণ সকলের অংশগ্রহণের কথা নানাভাবে ব্যাখা করেছেন। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ জনগণ পারিবারিক কৃষির বিকাশে উপযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ, কৃষিবীমা, শস্যবীমা, বীজ ও উপকরণ ব্যবহারের ফলে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ, সরকারিভাবে এবং সফলভিত্তিক কৃষিঋণ, জামানতবিহীন ঋণ, গৃহস্থালীয় বাগান ও চাষাবাদে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা, তরুণদের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষণ ও উৎসাহমূলক প্রচারণার প্রস্তাব করেছেন।

রাষ্ট্রীয় কৃষিপ্রকল্প ও কৃষিচিন্তায় সমসময় বাংলাদেশের কৃষিসমাজকে 'অপর' ও 'নিষ্ক্রিয়' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৃষকদের কোনো ধরণের মতামত, সিদ্ধান্ত, বিবেচনা ছাড়াই একটার পর একটা উন্নয়ন-আঘাত তৈরি হয়। কখনো সংহারী বীজ, কখনো বিপদজনক প্রযুক্তি আর কখনোবা বেমানান কারিগরির মাধ্যমে। ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া দশাসই সব কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের যাবতীয় ভোগান্তি ও নিদারুণ যন্ত্রণা সামাল দিতে হয়েছে এ দেশের গ্রামীণ কৃষকসমাজ আর তার চারধারের মাটি-জল-হাওয়াকেই। স্মরণ করা জরুরি কৃষির ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সীমানা ছিন্নভিন্ন ও আপন বীজের বৈচিত্র্য রক্তাক্ত করে বাংলাদেশকেও প্রশ্নহীনভাবে ষাটের দশকের সবুজ বিপবের নিপীড়ন কীভাবে সহ্য করতে হচ্ছে বছরের পর বছর। কথিত সবুজ বিপ্লব প্রকল্প পরাজিত হতে না হতে এখন আবার নয়াপ্রযুক্তির জিনবিপ্লব শুরুর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেছে বিশ্ব। যার ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশেও। একমাত্র পারিবারিক কৃষির সক্রিয় বিকাশই এসব বিপদজনক চোখরাঙানি সামাল দিয়ে কৃষিকে মানুষসহ সকল প্রাণসত্তার জন্য বাঁচার রসদ জোগাতে পারে। যে নারীর হাতে কৃষি-জুমের জন্ম, সেই নারীকে জোর করে আজ কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গ্রামীণ নারী আজ কৃষক নয়, কেবলমাত্র বাণিজ্যিক কৃষিজমির মজুর। পারিবারিক কৃষিতে নারী-পুরুষসহ সকলের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক জারি থাকে। পারিবারিক কৃষি কেবলমাত্র 'কৃষিকাজ' নয়, এটি কৃষিচর্চার ভেতর দিয়ে এক গভীরতর জীবনবীক্ষা সচল রাখে। মাতৃদুনিয়ার টিকে থাকবার জন্য আজ এই জীবনবীক্ষা আমাদের জন্য অনিবার্য। বাংলাদেশের মতো তরতাজা কৃষিঘ্রাণের সুবাস শরীরে জড়ানো এক দেশের নাগরিক হয়ে আমরা কী আমাদের ঐতিহাসিক শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন ও উদ্বাস্তু হয়ে যাবো? এটি কোনোভাবেই কোনোদিন সম্ভব নয়। আমরা নানাভাবে আমাদের কৃষির সাথে জড়িয়ে আছি, আর তাই আমাদের ভেতর এখনো পারিবারিক কৃষির মায়া ও আহাজারি নানাভাবে উছলে ওঠে। পারিবারিক কৃষির

সামগ্রিক বিকাশে এ পর্যায়ে আমরা মোটাদাগে দশটি প্রধান প্রস্তাব/দাবি/সুপারিশ[১] রাখছি। আসলে পারিবারিক কৃষি বিষয়ে একটা সামগ্রিক আলাপচারিতার ক্ষেত্রে এই দশটি সূত্র হয়তো আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। আসুন পারিবারিক কৃষি নিয়ে আমাদের আলাপ শুরু করি, আজ- এখন থেকেই।

১. পারিবারিক কৃষির বিকাশে উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বহুমুখীস্তরের সমন্বয়, কার্যকর নীতি ও আইন, সর্বজনের আলাপচারিতার পাটাতন নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ভেতর দিয়ে পারিবারিক কৃষির সংকট ও প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা যেতে পারে। বিশেষত পরিবারভিত্তিক কৃষকের কৃষিজমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রয়োজনীয় কাঠামো ও প্রযুক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক বাজারের অভাব এবং জেন্ডার অসমতার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি। গ্রামীণ পরিবারভিত্তিক কৃষকের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষি কারিগরিতে প্রবেশাধিকার, বিনিময় ও নিয়ন্ত্রণকে নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যসমূহ দূরীকরণে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আর এসবের ভেতর দিয়েই পারিবারিক কৃষি বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

২. কৃষিজমি সুরক্ষা ও কৃষিজমিতে কৃষকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে

কৃষিজমিই হলো পারিবারিক কৃষির প্রাণ। কৃষিজমির অকৃষিখাতে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। কৃষিজমিতে গ্রামীণ গরিব কৃষকের নিরঙ্কুশ অংশগ্রহণ ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিজমির টেকসই ব্যবহারই পারে কৃষকের উৎপাদনকে নিশ্চিত-করণের ভেতর দিয়ে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করতে। এক্ষেত্রে জমির মালিকানাভিত্তিক জটিলতা এবং দখল ও দূষণের কবল থেকে কৃষিজমিকে রক্ষা করতে হবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পরিবারভিত্তিক ও সমাজভিত্তিক কৃষিজমি এবং সমন্বিত জমিব্যবস্থাপনার ধরণকে গুরুত্ব দিয়ে স্বীকৃতি দেয়া জরুরি।

৩. কৃষিতে পরিবারের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ নিতে হবে

কৃষিতে পরিবারের সকল সদস্যদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক, প্রযুক্তি ও নীতিগত সকল ক্ষেত্রকে বিবেচনা করা দরকার। পারিবারিক কৃষি পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শস্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয় নয়, বিবেচনা করতে হবে কৃষিপ্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সকলের সংকট অবস্থা দূর হচ্ছে কীনা। নাগরিক সমাজ, কৃষক সংগঠন এবং কৃষকবান্ধব বেসরকারি সংস্থাকেও কৃষকের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বিকাশে যুক্ত করতে হবে।

---

১. প্রস্তাবনা ও সুপারিশের এ অংশটুকু তৈরিতে বাংলাদেশের নানাপ্রান্তের মানুষের পারিবারিক কৃষির বিকাশ ও উন্নয়নে উত্থাপিত নানাবিধ দাবি ও বিশ্লেষণগুলোকে ব্যাখা করা হয়েছে। পাশাপাশি চলতি লেখায় বিবৃত পারিবারিক কৃষির সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ ও দাবিগুলোকে একত্র করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পারিবারিক কৃষি বিষয়ক বৈশ্বিক পর্যায়ে বিবৃত নয়টি প্রস্তাব ও সুপারিশকেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখানে গুরুত্ব দিয়ে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পারিবারিক কৃষির সংকট মোকাবেলা, উন্নয়ন ও বিকাশে কী ধরণের বিষয়ে মনোযোগী হওয়া দরকার এসবই প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হয়েছে। এফএও'র প্রতিবেদনটি দেখা যেতে পারে: FAO'S WORK ON FAMILY FARMING preparing for the Decade of Family Farming (2019–2028) to achieve the SDGs, available at: http://www.fao.org/3/CA1465EN/ca1465en.pdf, acceded on 31st January 2019

৪. কৃষিপ্রতিবেশ সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে

কৃষকের লোকায়ত কৃষিজ্ঞান ও বিদ্যায়তনিক কৃষিকারিগরির ভেতর সমন্বয় ঘটাতে হবে। কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট এর বাস্তুসংস্থান, প্রতিবেশ এবং স্থানীয় কৌশলগুলোকে বিবেচনা করতে হবে। উপর থেকে একতরফা কোনো এজেন্সি নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক উৎপাদন কর্মকাণ্ডকে 'কৃষি উন্নয়ন' হিসেবে গ্রামীণ পরিবারভিত্তিক কৃষকের ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কৃষিউন্নয়ন প্রক্রিয়ার ভেতর স্থানীয় মাটি, জল, হাওয়া, জাত ও মানুষের টিকে থাকার কৌশলসমূহের ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষকের নিজস্ব সংগঠন ও পরিবারভিত্তিক খামারসমূহের বৈচিত্র্যময় চর্চা, কৌশল, প্রদর্শনী, গবেষণা, কর্মসূচি ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৫. পারিবারিক কৃষির ভীতকে মজবুত করতে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে হবে

সকল ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্তগ্রহণে গ্রামীণ কৃষক নারীর কার্যকর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা জরুরি। বিশেষত আইন ও নীতিতে এর স্পষ্ট প্রতিফলন থাকা দরকার। অর্থনীতি, উৎপাদন, উত্তরাধিকার ও কর্মপ্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত গ্রামীণ কৃষক নারীর কৃষিজ্ঞান, চাহিদা ও অধিকারকে বিশেষ মর্যাদায় সুরক্ষা দিতে হবে।

৬. পারিবারিক ভবিষ্যতযাত্রায় যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

পারিবারিক কৃষিতে যুবদের অংশগ্রহণ ভয়াবহ হারে কমছে এবং কৃষি থেকে যুবসমাজের উদ্বাস্তুকরণ ঘটছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে আয় ও মজুরি কম এবং এই পেশায় সামাজিক মর্যাদা তৈরি হয় না। ভবিষ্যতের পরিবারভিত্তিক কৃষিকে সচল রাখতে হলে যুবসমাজের ভেতর আগ্রহ তৈরি করতে হবে। কৃষিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য একটি সমন্বিত যুব ও কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নতুন প্রজন্মের যুবরা যেন কৃষিক্ষেত্রে তাদের নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা, তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি, পণ্য বিপণন ও বাজার সম্প্রসারণ ও নানামুখী নান্দনিক জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে এজন্য যুবদের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। খামার এবং খামার বর্হিভূত উভয় ক্ষেত্রেই গ্রামীণ ও শহরের যুবদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি।

৭. সমাজের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা-ভৌগলিক অবস্থানসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

দেশের জাতিগতভাবে প্রান্তিক প্রায় তিরিশ লাখ আদিবাসী জনগণের বিশেষ কৃষিপদ্ধতি জুম চাষ এবং সমতলের কৃষি দেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু আদিবাসীসহ পেশাগত ও সামাজিকভাবে এবং ভৌগলিক অবস্থানের কারণে অনেক জনগোষ্ঠী এখনও প্রান্তিক অবস্থানে আছে। এই প্রান্তিক জনগণের প্রধান বেঁচে থাকার অবলম্বন পারিবারিক কৃষি। প্রান্তিক জনগণের সামাজিক প্রান্তিকতা দূর করে উন্নয়নের মূলধারায় এদের কার্যকর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক প্রান্তিকতা এসব জনগোষ্ঠীর কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক প্রশ্নহীন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পারিবারিক কৃষিসংস্কৃতি, কৃষিচর্চা এবং কৃষিউদ্যোগ বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় পারিবারিক কৃষকের পক্ষে সহযোগিতা বাড়াতে হবে

দুনিয়ার গরিব মানুষের ভেতর প্রায় আশি ভাগ বাস করেন গ্রামে। গ্রামীণ জনগণকেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত ও সংকটগুলো বেশি সামাল দিতে হয়, যা তাদের খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকটগুলো বিবেচনা করে টিকে থাকার সামর্থ্য ও ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। বিশেষত পারিবারিক কৃষি হতে পারে এক্ষেত্রে টিকে থাকার সবচে উপযোগী উপায়। পারিবারিক কৃষির কৃষিজমির সমন্বিত ও টেকসই ব্যবহার এবং জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক অভিযোজন সংস্কৃতি জলবায়ুজনিত অভিঘাত থেকে পৃথিবীকে ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষা দিতে সমর্থ।

৯. পারিবারিক কৃষির স্থায়িত্বশীল বিকাশে গ্রামীণ কৃষকের সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে

গ্রামীণ গরিব জনগণ সকলেই রাষ্ট্রের নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অর্ন্তভূক্ত হতে পারে না। বিশেষত বিভিন্ন ধরণের ভাতা, ভর্তুকি, সহায়তা ও প্রণোদনা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, কৃষকের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কৃষি কার্ড, জেলে কার্ড, দু:স্থদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, চল্লিশ দিনের কাজ, মাতৃত্বকালিন ভাতা, উপবৃত্তি, দরিদ্র পরিবারের জন্য বিশেষ সহযোগিতা এরকম সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচিগুলো পারিবারিক কৃষকের জন্য নিশ্চিত হলে তা সামগ্রিকভাবে কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করে। পাশাপাশি নানা সংকট ও দুর্যোগে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হলে গরিব কৃষকেরা সর্বসান্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে শস্যবীমা, কৃষকের জন্য পেনশন স্কীম, বীজ বীমা, অণুজীব ভর্তুকী, উপকরণ সহায়তা, কৃষকের জ্ঞান ও দক্ষতার কাঠামোগত স্বীকৃতি, বীজব্যাংক, একটি বাড়ি একটি খামার, যৌথ খামার, জাত বাছাই, বীজবিনিময় এরকম কর্মসূচিসমূহ সামাজিকভাবে কৃষকের স্বীকৃতি ও নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে পারিবারিক কৃষকের নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি কমে এবং কৃষিপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তারা আরো বেশি শ্রম, দক্ষতা ও সময় দিতে পারে। যা সামগ্রিকভাবে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ দেশের কৃষিঅর্থনীতি বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে।

১০. সমন্বিত উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে গ্রামীণ কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়ন জোরদার করতে হবে

পারিবারিক কৃষির সাথে জড়িত কৃষক, কৃষকের নিজস্ব সংগঠন এবং গ্রামীণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়ন বিকাশে মনোযোগী হতে হবে। কৃষক যাতে নিজেরাই নিজেদের গ্রামীণ উন্নয়নের প্রধান অংশীদার হতে পারে এজন্য পরিবারভিত্তিক কৃষক থেকে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকারীর ভেতর এক কার্যকর সমন্বয় তৈরি করা জরুরি। পারিবারিক কৃষির সত্যিকার বিকাশ তখনি সম্ভব যখন কৃষক কেবলমাত্র একজন ফসল উৎপাদনকারী হিসেবে নয়; মানুষসহ তার চারপাশের প্রাণসত্তার সামগ্রিক বিকাশে নিজেই একজন পরিবর্তন সহায়ক হয়ে ওঠেন এবং পরিবার থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র কৃষকের সেই ভূমিকাকে মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদানের সংস্কৃতি জারি রাখে।